# দেশপ্রেম

- স্বামীজি চেয়েছিলেন পরার্থে জীবন
- শিলিগুড়িতে এক দেশপ্রেমিক ও ব্যতিক্রমী সাংবাদিক
- দেশপ্রেমতো আনুষ্ঠানিক কিছু নয়
- দেশপ্রেম স্মরণ করলে বারবার বিবেকানন্দ

# SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
# &
# SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE

Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE

## Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course

Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656 | DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

# TERAI INTERNATONAL SCHOOL

Registration No : SO185236

## HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII

- DAY BOARDING FACILITY
- FULL BOARDING FACILITY
- TRANSPORTATION FACILITY
- EXTRA CURRICULUM ACTIVITY

উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494 | DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

UNIQUE FOUNDATION
SILIGURI

# সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা

# বিদ্যাছায়া পাঠশালা

## উদ্যোগে : ইউনিক ফাউণ্ডেশন

(GOVT REGD NO S/0012156)

UNIQUE FOUNDATION
SILIGURI

## স্থান ঃ পোড়াঝাড় গ্রাম কাওয়াখালি

UNIQUE FOUNDATION
SILIGURI

JOIN US TO
BUILD A
BETTER WORLD

WE WANT YOU
TO
JOIN
OUR TEAM

GENERAL MEMBERS
&
VOLUNTEERS

REQUIRMENTS

MALE / FEMALE
POSITIVE ATTITUDE
HARD WORKER
SOCIAL WORKER
ACTIVE PERSON

More Information

9064111943 / 9382902048 / 9832059246

UNIQUE FOUNDATION
SILIGURI

আপনাকেও
পাশে চাই
কর্মহীন এবং খাদ্যহীন
প্রতিবন্ধী মানুষ || পথশিশু || অসহায় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা

JOIN OUR TEAM

এইসব প্রান্তিক মানুষদের
বাঁচাতে বাড়িয়ে দিন
আপনার সাহায্যের হাত...

UNIQUE FOUNDATION
GOVT REGD NO : S/0012156

More info
9064111943 / 9382902048 / 9832059246

Follow Us

নতুন ভাবনায় লিখবো জীবন
মানুষের পাশে মানুষের সাথে

Paytm 9064111943

With best compliments from :

# SACHITRA GROUP OF COMPANIES

**MANUFACTURING :**

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR

**MANUFACTURING :**

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING

**AGRICULTURE :**

★ BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.

**RETAIL :**

★ PAUL AUTOMOBILES
★ M&C IRON STORES
★ VIBGYOR ENTERPRISE

## SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

# দেশপ্রেম স্মরন করলে আমাদের বারবার বিবেকানন্দকে সঙ্গে রাখতে হবে

ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (ইমেরিটাস প্রফেসর, দর্শন শাস্ত্র বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

১২জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। সেদিনটি হল জাতীয় যুব দিবস। ইতিহাস যদি দেখা যায়, আমরা দেখি,স্বামীজি নরেন্দ্রনাথ হিসাবে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। ফিরে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে। তাঁর সঙ্গে যেমন মানুষের সম্পর্ক, দেশের সম্পর্ক, দেশপ্রেমের সম্পর্ক। তিনি যুবকদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর উদ্বোধনী মন্ত্র ছিলো, ' উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত'। তিনি যুবকদের বললেন, তোমরা ওঠো, জাগো এবং যতক্ষন পর্যন্ত না অভিষ্ঠ সিদ্ধি হয় ততদিন পর্যন্ত তোমরা এগিয়ে চলো। এই অভিষ্ঠ সিদ্ধিটা কি, তিনি বলছেন এই অভিষ্ট যেমন আধ্যাত্মিক হতে পারে তেমনই দেশপ্রেমও হতে পারে। দেশপ্রেমের জন্য সিনিয়াররা যুবদের উৎসাহ দেন। আসল কাজটা করেন যুবরাই। তাই স্বামীজি যুবদের বলছেন, তোমরা ওঠো। উত্তিষ্ঠিত। ওঠো মানে কি, তোমাদের মধ্যে যে অলসতা রয়েছে সেটা দূর করো। ইনারসিয়া। শারীরিক ইনারসিয়া হতে পারে আবার বৌদ্ধিক ইনারসিয়া হতে পারে। আমার ভালো লাগছে না কাজ করতে, এটাকে বলছে একধরনের জড়তা। স্বামীজি বলছেন এই ইনারসিয়া যতক্ষন দূর না হবে ততক্ষন কাজ হবে না । শরীর ও মনের জড়তা দূর করতে হবে। শরীর ও মন এক করতে হবে। শরীর ও মন এক না হলে আমরা কোনো কাজে এগোতে পারি না। আধ্যাত্মিক বিষয়তো বটেই এমনকি দেশপ্রেমের বিষয়ও। গীতার ভাষায় 'ক্লীবতা' দূর করতে হবে। অর্জুনেরও এই ক্লীবতা এসেছিল, জড়তা এসেছিল। স্বামীজি বলছেন, এই জড়তা দূর করাকেই বলে ওঠা। এই জড়তা ঝেড়ে ফেলতে হবে। যুবকদের উঠতে হবে। জড়তা ঝেড়ে ফেললে আত্মবিশ্বাস আসবে। তাই বলছেন, জাগ্রত হবে তারা। জেগে ওঠা কি জিনিস- আমার মধ্যে যে শক্তি আছে তা আর পাঁচ জনের থেকে কম নেই। এই আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করাই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হলেই যুবদের মধ্যে বিরাট শক্তি আসবে। আর সেই শক্তিই তাকে দেশ প্রেমের কাজে এগিয়ে নিয়ে যাবে। স্বামীজির মন্ত্র, ' বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়'। একার কথা স্বামীজি বলছেন না। বহুজনের হিতের জন্য, বহু জনের সুখের জন্য তিনি ফিরে যাচ্ছেন। তিনি জাগ্রত হচ্ছেন। আমি পারবো, এই বিশ্বাস আনতে হবে এক যুবকের মধ্যে। এটাই জাগ্রত হওয়া। আমার মধ্যে যে শক্তি আছে সেটাই ওয়াকিবহাল হওয়া। একটি সিংহের বাচ্চাকে সুদীর্ঘ কাল ভেড়ার দলে রেখে দেওয়া হলে সেই সিংহের বাচ্চা শেষে নিজেকে ভেড়া মনে করে এবং কাপুরুষ হয়ে যায়। কিন্তু যখন সেই সিংহের বাচ্চা উপলব্ধি করে যে যে সিংহের বাচ্চা, কিন্তু আছো ভেড়ার দলে। যখন সেই সিংহের বাচ্চাকে বোঝানো হয় যে তোমার মধ্যে যে শৌর্য, বীর্য , তেজ রয়েছে সেটা কিন্তু ভেড়ার মধ্যে নেই। আর সঙ্গেই সঙ্গেই আত্ম জাগরন আসে। আত্ম জাগ্রত। উপনিষদে বলছেন, তত্বমসি। স্বামীজি বারবার বলছেন, তুমিই হচ্ছ সেই ব্রহ্ম। তাই একটা মানুষের জড়তা দূর হলেই সে শক্তিকে খুঁজে পায়। আর শক্তিকে খুঁজেপেলেই সে দেশ ও দশের জন্য এমনকি আধ্যাত্মিক সাধনার পথে এগিয়ে যেতে পারে।

আমার মধ্যে আছে, কিন্তু আমি জাগাতে পারলাম না, আমার আত্মবিশ্বাস থাকলো না সেখানে কিন্তু কাপুরুষতা বা জড়তা আমাকে গ্রাস করবে। এই দুটোর সম্মেলনে যখন আমরা জাগ্রত হই তখনই কাজ হয়। যখন আমরা বুঝতে পারি আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি বিদ্যমান তখন আমরা ব্রত পালনে উদ্বুদ্ধ হই। স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে যারা এসেছেন তারা প্রত্যেকে কিন্তু দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ.য়েছেন। দেশের জন্য তাঁরা ব্রত পালন করেছেন। যতক্ষন না তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে ততক্ষন তোমরা লড়ে যাও। পরাধীন ভারতে সেই অভিষ্ট ছিলো দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা।

স্বামীজি চেয়েছিলেন প্রতিটি যুবক স্বাধীনতার জন্য দেশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ুক।

উপনিষদে বলা আছে, মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। উপনিষদে বলা আছে, আচার্য দেবো ভবো। যিনি নিজে আচরন করেন, অন্যকে আচরন করতে শেখান তিনিই আচার্য। বলা আছে, অতিথিদেবো ভব। কিন্তু আমরা অতিথি বলে কিছু নেই। তিথি নামে যিনি বাড়িতে আসেন তিনিই অতিথি। আমরা এখন বলি, আপনিতো ফোন করে আসতে পারতেন। স্বামীজি এর সঙ্গে আরও দুটো যুক্ত করলেন। তিনি বললেন, মাতৃদেবো ভ, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব বা অতিথিদেবো ভব শুধু এই চারটে নয়। এর সঙ্গে তিনি যোগ করলেন দরিদ্রদেবো ভবো , মূর্খদেবো ভব। দরিদ্র রা কি বানের জলে ভেসে এসেছে? তারা মানুষ নয়? মূর্খরা কি বানের জলে ভেসে এসেছে? তাদেরও শ্রদ্ধা করতে হবে। একজন মূর্খের মধ্যেও যে শক্তি আছে তা আমরা দেশের কাজে লাগাতে পারি। আর দরিদ্রকে কিছু খাইয়ে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তবে দরিদ্ররা দেশের জন্য লড়াই করতে পারবে। স্বামীজি একমাত্র সন্ন্যাসী যিনি প্রথম বললেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। কত বাস্তববাদী একজন দার্শনিক তা ভাবা যায় না। স্বামীজি বলছেন, দিনরাত গীতা পড়লে হবে? ভগবদগীতা পড়ার আগে ফুটবল খেলো, শক্তি নিয়ে আসো। আমরা চাই ইসলামিক বডি, আফগানিস্তানের কাবুলিওয়ালা সুঠাম চেহারা, শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমাদের চাই বেদান্তিক ব্রেইন আর বৌদ্ধিক হার্ট। বেদান্তের যে ঈশ্বর, আধ্যাত্মিক চিন্তা চাই। আর চাই বৌদ্ধিক হার্ট। বুদ্ধের মতো হৃদয়। যিনি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু দেখে তার উপায় বের করতে পথে নেমেছিলেন। কাজেই স্বাধীনতার পথে চলতে গেলে বিবেকানন্দের এই যে মোক্ষবানীগুলো এগুলো আমাদের সহায় হিসাবে রাখতে হবে। তবেই স্বামীজি স্মরন আমাদের সার্থক হবে।



খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

# খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VI Issue-7
1st January-31st January 2023 DESHPREM
ষষ্ঠ বর্ষ-সংখ্যা-৭ দেশপ্রেম মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
জানুয়ারী ২০২৩ দেশপ্রেম

দাম ঃ ২০ টাকা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা) জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী ), বাবলু তালুকদার (ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ারসোসাইটি), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট)

**Editor : Bapi Ghosh**
**Sub Editor : Arpita Dey Sarkar**
**Cover : Sanjoy Kumar Shah**
**Laser Typing : Bapi Ghosh**

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

**KHABARER GHANTA**
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

## সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফীর.....০৩
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে.....কবিতা বনিক.....০৫
দেশপ্রেম নিয়ে অন্যরকম এক লেখা.....সজল কুমার গুহ.....০৭
তাই হয়তো চক্রান্তের শিকার নেতাজি...গণেশ বিশ্বাস.....১০
গান্ধী বুড়ি.....অনিল সাহা.....১৪
দেশপ্রেমের ভাবনা থেকে সামাজিক কাজ..বাবলু তালুকদার.....১৫
স্বামীজি চেয়েছিলেন পরার্থে জীবন, আজও সেই
ভাবনা খুব জরুরী.....স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ.....১৬
স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকা ছিল
শিলিগুড়ির.....গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য.....১৯
আমার দৃষ্টিতে দেশপ্রেম.....আশীষ ঘোষ.....২১
জানুয়ারী মাসে দেশপ্রেমের অন্যরকম
উদ্দীপনা.....বিশ্বজিৎ দেববর্মন.....২২
দেশপ্রেমিকদের জানাই শ্রদ্ধা.....পিন্টু ভৌমিক.....২৩
দেশ ও সমাজের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী ইউনিক ফাউন্ডেশন
টিমের.....শক্তি পাল.....২৪
দেশপ্রেমতো আনুষ্ঠানিক কিছু নয়....ডঃ গৌরমোহন রায়.....২৬
দেশপ্রেমের মাস.....অনিন্দিতা চ্যাটার্জী.....২৭
দেশনায়ক.....রুপকথা চট্টোপাধ্যায়.....২৮
দেশপ্রেমের ভাবনায়.....বাসু দত্ত.....৩১
দেশপ্রেমের ভাবনায়.....মৃনাল পাল.....৩১
দেশপ্রেমের ভাবনা.....সঞ্জীব শিকদার.....৩১
দেশপ্রেমের ভাবনা.....নির্মল কুমার পাল.....৩১
দেশপ্রেমের ভাবনায়.....অসীম পণ্ডিত.....৩৩
দেশপ্রেমের ভাবনায় দৌড়.....দীপ্তি পাল.....৩৫
দেশের সেবাতেই তৈরী করছি পাওয়ার লিফটার..অশোক চক্রবর্তী.....৩৭
দেশপ্রেম ও মাষ্টারদা.....৩৮
আমার দাদু ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, ভালো কাজের
প্রেরণা সেখান থেকেই.....সোনালী সামন্ত.....৩৯
দেশপ্রেম স্মরণ করলে আমাদের বারবার বিবেকানন্দকে
সঙ্গে রাখতে হবে.....ডঃ রঘুনাথ ঘোষ.....৪০
ঃঃ কবিতা ঃঃ
উন্নতি.....রিয়া মুখার্জী.....৩০
ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ
দেশপ্রেমের ভাবনাতেই দৌড়ে চলেছেন সোমাদেবী.....১২
স্বামীজির স্বদেশ মন্ত্র পাঠ করিয়ে শৈশব থেকেই
দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার পাঠ এই স্কুলে.....২১
দেশপ্রেমঃ থাইল্যাণ্ড থেকে শিলিগুড়ি ফিরছেন
রেভারেন্ড রঞ্জন রবি দাস.....৩২
শিলিগুড়িতে এক দেশ প্রেমিক ও ব্যতিক্রমী সাংবাদিক
প্রয়াত রবীন্দ্রনাথ মিত্র.....৩৬
স্বামীজির ভাবে কাজ নবকুমারের.....১৫

**You Tube Link :**
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
**Facebook Page Link :**
https://www.facebook.com/slgkg/
**Google Web Portal :**
www.khabarerghanta.in

## অমৃত—কথা

**একবার ভেবে দেখুন তো -**

ওরে, কেউ কাকেও শেখাতে পারে না। 'শেখাচ্ছি'মনে করেই শিক্ষক সব মাটি করে। বেদান্ত বলে, মানুষের ভেতরেই সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে, এইমাত্র শিক্ষকের কাজ। মানুষ যাতে নিজের হাত-পা নাক-কান মুখ- চোখ ব্যবহার করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু করে দিতে হবে। তাহলেই সব সহজ হয়ে যাবে।

--স্বামী বিবেকানন্দ।

## সম্পাদকীয়

# দেশ প্রেম

পয়লা জানুয়ারি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কল্পতরু দিবস দিয়ে শুরু হয় জানুয়ারি মাস। সেদিনটি বিশ্ব পরিবার দিবস হিসাবেও চিহ্নিত। জানুয়ারির ২ তারিখ বিশ্ব জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন দিবস ও গুরু গোবিন্দ সিং জয়ন্তী। সারা মাসে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিন। ৯ জানুয়ারি প্রবাসী ভারতীয় দিবস। জানুয়ারি -১১ লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু দিবস ও মিশনারি দিবস। ১২জানুয়ারি জাতীয় যুব দিবস--- স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন, ১২ জানুয়ারি আবার মাস্টারদা সূর্যসেনের প্রয়ান দিবস। ১৫ জানুয়ারি জাতীয় সৈনিক দিবস। ২৩শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন। জানুয়ারি --২৪ জাতীয় শিশু বালিকা দিবস। ২৫ জানুয়ারি -- জাতীয় ভোটার দিবস ও ভ্রমন দিবস। ২৬শে জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস ও আন্তর্জাতিক শুল্ক বিভাগ দিবস। ২৮শে জানুয়ারি লালা লাজপতরায়ের জন্মদিন। ৩০শে জানুয়ারি শহিদ দিবস আবার আন্তর্জাতিক কুষ্ঠ নিবারন দিবস। প্রতিটি দিনই আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি দিনই আমাদের কাছে দেশ প্রেম ও সমাজ প্রেমের মাস। কিন্তু জানুয়ারি মাস অন্যরকম তাৎপর্য বহন করে এই কারনে যে এই মাসেই বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহন করেন। আর দেশের যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে নেপথ্যে স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট অবদান ছিলো। ২৩শে জানুয়ারি দেশ নায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন। দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে নেতাজির অবদান নতুন করে বলার নয়। তাই সব দিক বিবেচনা করে খবরের ঘন্টা জানুয়ারি মাসে প্রকাশ করছে দেশ প্রেম সংখ্যা। যারা লেখা দিয়ে বা বিজ্ঞাপন দিয়ে বা পত্রিকা কিনে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে খবরের ঘন্টা। তাদের সকলের সহযোগিতাতেই এই পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে।

খবরের ঘন্টার এই মুদ্রন সংখ্যা ছাড়া রয়েছে ডিজিটাল মিডিয়া। যেমন খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ, খবরের ঘন্টার বিভিন্ন গ্রুপ, ইউ টিউব চ্যানেল, গুগল ওয়েবনিউজ পোর্টাল। সর্বত্র ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে চলছে খবরের ঘন্টা। খবরগুলোতে ইতিবাচক ভাবনারই প্রতিফলন ঘটছে। আর বিভিন্ন সংখ্যায় যাদের বক্তব্য মুদ্রিত হচ্ছে যতটা সম্ভব তাদের ভিডিও বক্তব্যও ডিজিটাল মিডিয়াতে প্রকাশ করা হচ্ছে। এইসব কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে হলে প্রয়োজন অর্থনৈতিক সহযোগিতা। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন। কিছু মানুষ বিজ্ঞাপন দিয়ে খবরের ঘন্টার ভাবনাকে প্রসারের কাজকে সহযোগিতা করছেন। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। দরকার আরও বিজ্ঞাপন । যাতে খবরের ঘন্টার কলেবর আরও বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞাপন বেশি সংখ্যায় প্রকাশিত হলে কর্মীও অনেক নিয়োগ করা যায় খবরের ঘন্টায়। খবরের ঘন্টা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানায় সোমা দাস, রুপক দে সরকার, নন্দিতা ভৌমিক ও অর্পিতা দে সরকারের প্রতি। এঁরা সকলে খবরের ঘন্টার সংবাদ পাঠক ও পাঠিকা।

সবশেষে সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। আমরা চাইবো, দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে মানুষ আরও বেশি বেশি করে দাঁড়াক। আমরা চাইবো, দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা জোরদার হোক। ভেদাভেদ ভুলে যাতে সবাই আমরা মিলেমিশে একসঙ্গে বসবাস করতে পারি সেটাই হবে দেশের প্রতি যথার্থ প্রেম। আমরা চাইবো দেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সব মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে আসুক। আমরা চাইবো দেশের সব মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ুক। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরও উন্নত হোক। যাতে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে গরিব মানুষগুলোকে হাউহাউ করে কাঁদতে না হয়। আর এসব চাঙ্গা হলেই তা হবে দেশপ্রেম।



অনুচরের মাধ্যমে খবর পেলেন , ব্রিটিশরা অমুকস্থানে আক্রমন করছে, আমাদের মারছে। সেই খবর পেয়েই তিনি তাঁর সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে বলেন, আমি যাচ্ছি--ব্রিটিশরা আক্রমন করছে। কাজেই আমি আর এখানে থাকতে পারছি না, যাচ্ছি আমি, আবার ফিরে আসবো তবে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। কত বড় দেশপ্রেমিক, ভাবা যায়? বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে গিয়ে দেশের জন্য লড়াই শুরু করেন। ভারতের মধ্যে প্রথম তিনি জালালাবাদে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। প্রথম সেখানে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ব্রিটিশরা তখন তাঁর ওপর অতিষ্ঠহয়ে যায়। ব্রিটিশরা তাঁকে পাগলের মতো খুঁজতে থাকে। তখন তিনি ছদ্মবেশ ধারন করেন। কখনও ভিখারির বেশে, কখনও কৃষকের বেশে, কখনও আবার গৃহকর্তার বেশে ,কখনও ধার্মিক মুসলমানের বেশে আত্মগোপন করে থাকতেন। একদিন তিনি এক আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। সেই আত্মীয়ের পাশেই আর এক আত্মীয় ছিলেন, তাঁর নাম নেত্র সেন। সেই নেত্র সেন ব্রিটিশকে খবরটি দিয়ে দেন। ব্রিটিশ তখন তাকে ধরে নিয়ে যায়। শুরু হয় তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার। মার্তুল দিয়ে হাতের নখ, পায়ের নখভেঙে দিয়েছে। যেমনভাবে পারে অত্যাচার করেছে একবছর ধরে জেলের মধ্যে। অত্যাচারের জেরে তিনি একদিন অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। কিন্তু সেই অচৈতন্য অবস্থায় তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। তাঁর মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেয়নি ব্রিটিশ। এমনকি হিন্দু মতে তাঁকে কোনো কর্ম করতে দেয়নি। মৃতদেহকে লোহার শিকল পড়িয়ে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করা হয়। এইভাবে তাঁর ওপর অত্যাচার হয়। তিনি যা পড়াশোনা করেছিলেন তাতে ব্রিটিশের অধীনে ভালো চাকরি করে সুখে দিন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। দেশকে স্বাধীন করার জন্যই তিনি আত্মত্যাগ করেছিলেন। দেশকে স্বাধীন করার জন্য নেতাজি থেকে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম যেভাবে নিজেদের উৎসর্গ করেন তেমনই ছিলেন মাস্টারদা। এইরকম একজন বিপ্লবীকে আমরা স্মরন না করলে তা মহাপাপ হবে। আমরা শিলিগুড়িতে একটি সংগঠন তৈরি করেছি মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ। এরমাধ্যমে আমরা মাস্টারদার আদর্শ বা চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করছি। ১২ জানুয়ারি মাস্টারদার মৃত্যু দিন আবার ১২জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরন করতেন মাস্টারদা। একই দিনে দুই মহান মনিষীর জন্মদিন। একজন আধ্যাত্মিক মহান মানুষ আর একজন মহান বিপ্লবী। মাস্টারদার কর্মপন্থা আমরা আজকের যুব সমাজের কাছে ছড়িয়ে দিতে কাজে নেমেছি। মাস্টারদার সঙ্গে সমস্ত বিপ্লবীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রইলো। সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা।

## আমার দাদু ছিলেন স্বাধীনতাসংগ্রামী, ভালো কাজের প্রেরনা সেখান থেকেই



**সোনালি সামন্ত** (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট)

আমার দাদু স্বর্গীয় গোবিন্দ শাসমল ১৫ই আগস্ট ১৯৮৭ সালে পরলোকগমন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর তারিখ যথার্থই ছিলো ওনার কর্মের সঙ্গে। ১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস, কারণ উনি দেশমাতার একজন যথার্থ সন্তান ছিলেন। দাদুকে যখন শেষবারের মতো দেখি তখন উনি বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। আমি তখন খুব ছোট। ওনাকে বুঝবার মতো বুদ্ধি তখনও আমার হয়নি। কিন্তু পরে দিদিমা স্বর্গীয়া রঞ্জিতাবালা শাসমলের মুখে অনেক গল্প শুনেছি। ব্রিটিশ পুলিশ কিভাবে গ্রামে গ্রামে শোষন চালাতো আর টাকাপয়সা সম্পত্তি সব লুঠপাট করে নিয়ে যেতো। আর দাদুকেও খুঁজতে প্রায়ই ওরা আসতো। দাদু তখন লুকিয়ে থাকতেন খড়ের গাদায়। একবার ধরা পড়ে জেলবন্দিও হয়েছিলেন। আর স্বাধীন হওয়ার পর উনি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে দাদু পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদার অন্তর্গত রামতারক ঘাটের প্রত্যন্ত গ্রাম মুরারী, সেই গ্রামের উন্নয়নের জন্য তিনি অনেকবার অনশন করেছিলেন। সেই অনশনে আমার মা-ও(বকুলদেবী সামন্ত) অনেকবার সঙ্গী হয়েছিলেন। দাদু বেশ কিছু রাস্তাঘাট, বিডিও অফিস, স্কুল তৈরি করেছিলেন।

যাক ২৬শে জানুয়ারির প্রাক্কালে হঠাৎই দাদুর কথা মনে পড়ে গেলো। কারণ দাদুর এই স্বদেশ প্রেমের সুবাদে দিদিমা পেনশন পেতেন। আমার বাবা স্বর্গীয় সুবাস চন্দ্র সামন্ত অনেক ছোটবেলা পরলোকগমন করেছিলেন। আর আমাদের সংসার চলতো দিদিমার পাঠানো পেনশনের পয়সাতে। তখন মনে দাগ কেটেছিলো দাদুর ভালো কাজের জন্য আমাদের পরিবারটি বেঁচে গিয়েছিল। দাদুর রাস্তা ধরে মনেপ্রানে বেঁধে নিয়েছিলাম ভালো কাজ করবো। প্রথম জীবনে জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি ব্লকের অর্ন্তগত চলৌনি চা বাগানে ফার্মাসিস্ট পদে চাকরি করতাম। সেখানে সহজ সরল আদিবাসী মানুষদের ভালোবাসার মাধ্যমে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। সেখানেও দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি মানুষের সেবার জন্য। রাতবিরেতে যখনই ডেকেছে তখনই ছুটে গিয়েছি। ওখান থেকে ফিরে আসার সময় পেয়েছি মানুষের অনেক অনেক ভালোবাসা।

বর্তমানে গ্রাসমোড় টি গার্ডেনের অর্ন্তগত বি এস কোম্পানি হেলথ সেন্টারে এ এন এম পদে কর্মরত রয়েছি। এখানেও আমি নিজে অফিসিয়াল পদের কাজের বাইরেও বিভিন্ন এন জি ও র সহযোগিতায় দরিদ্র মানুষদের প্রয়োজন অনুসারে কখনও জামাকাপড়, কখনও খাবারদাবার , কখনও খাট , মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য বই খাতা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

করোনা কালে কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়ার পাশাপাশি বেঙ্গালুরু, দিল্লি , কেরালা থেকে ফিরে আসা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। এই সুবাদে আমার জীবনে পরম প্রাপ্তি হলো, মানুষের ভালোবাসা।

দাদুর ওই আদর্শকে ধরে রাখতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়। ১২ই মে ২০১৮ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত দিয়ে আমাকে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল উপাধিতে ভূষিত করে। ২৬শে জানুয়ারির এই প্রাক্কালে দেশমাতার সমস্ত সন্তানদের প্রতি আমার গভীর বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। নমস্কার।

# দেশ প্রেম ও মাস্টারদা

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ছিলো। আবার সেই দিন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক তথা বীর বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের প্রয়ান দিবস ছিলো। মাস্টারদা স্মরনে শিলিগুড়ি মাস্টারদা স্মৃতি সংঘের তরফে কর্মকর্তারা কিছু কথা জানিয়েছেন।

### প্রদীপ চৌধুরী

(শিলিগুড়ি মাস্টারদা স্মৃতি সংঘের সম্পাদক)

আমি শিলিগুড়ি মাস্টারদা স্মৃতি সংঘের সম্পাদক। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এই স্মৃতি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবছর আমরা মাস্টারদার জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করছি। ১২জানুয়ারি মাস্টারদার প্রয়ান দিবস ছিলো। দুই বছর করোনার জন্য সেইসব শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠান করতে পারেনি। এবছর মাস্টারদার জন্মদিনেও আমরা অনুষ্ঠান করবো। মাস্টারদা স্মরনে আমরা রক্ত দান শিবির করি, আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের আমরা পাশে দাঁড়াই। মাস্টারদা চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। ১৮৯৪ সালের ২২শে মার্চ। তিনি নোয়াপাড়াতে পড়াশোনা করে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে আন্দোলন করায় চট্টগ্রাম কলেজ থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। এরপর তিনি বহরমপুরে চলে আসেন এবং বি এ পাশ করেন।তারপর আবার তিনি চট্টগ্রামে চলে যান। সেখানে শিক্ষকতা শুরু করেন একটি স্কুলে। আর সেই সময়ই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। তৈরি করেন দেশপ্রেমিক সংগঠন। তারসঙ্গে সেই সময় ৭৮ জন্য সদস্য যোগ দেন। এরপরে ১৯৩০ সালে জালালাবাদে অস্ত্র লুণ্ঠন করেন। চার থেকে পাঁচদিনের জন্য চট্টগ্রামকে স্বাধীন করেন। ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে যা নজিরবিহীন ঘটনা। ব্রিটিশদের থেকে চট্টগ্রামকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন পাঁচ দিনের জন্য। এরপর ১৯৩৩ সালে তাঁকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ১৯৩৪সালের ১২ই জানুয়ারি তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ভারতের এই মহান বিপ্লবীর স্মরনে নানারকম কর্মকান্ড করছি। শিলিগুড়ি সূর্যসেন পার্কের কাছে আমাদের একটি অফিস আছে। মাস্টারদার ভবন তৈরি করার জন্য জমি চেয়ে আমরা সরকারের কাছে আবেদন করেছি। বর্তমান শিলিগুড়ির মেয়র আমাদের প্রধান উপদেষ্টা।

### মিহির সিংহ

(কেন্দ্রীয় কমিটির অফিস সম্পাদক, শিলিগুড়ি মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ)

প্রথমেই আমরা কৃতজ্ঞ খবরের ঘন্টার প্রতি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে মাস্টারদার আদর্শে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। মাস্টারদার আত্মত্যাগ ও বলিদান অবিভিক্ত ভারতকে স্বাধীন করার জন্য তা এককথায় বিরাট। মাস্টারদা দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করবার জন্য তীব্র লড়াই চালিয়েছেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আজ শিলিগুড়িতে মাস্টারদার স্মৃতিতে কলেজ হয়েছে। মাস্টারদার স্মরনে সূর্যসেন সেতু তৈরি হয়েছে। মাস্টারদার স্মৃতিতে পার্ক তৈরি হয়েছে। কিন্তু এখনও একটি ভবন তৈরি হয়নি। সবাই যদি এগিয়ে আসে তবে আগামীদিনে আমরা আরও ভালো কিছু উপহার দিতে পারবো।

### রবি চৌধুরী

(সহসভাপতি, মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ)

প্রথমেই খবরের ঘন্টাকে অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। মাস্টারদা একজন মহান বিপ্লবী ছিলেন। গোটা বিশ্বে তাঁর নাম ছড়িয়ে গিয়েছে। তিনি চট্টগ্রামে জন্মগ্রহন করেছিলেন। দেশকে স্বাধীন করতে তিনি কিছু সদস্যকে নিয়ে বিরাট লড়াই চালিয়েছিলেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। আজকের যুব সমাজ অনেকেই চেনেন না মাস্টারদা কে? অথচ এই ধরনের বিপ্লবীদের জন্যই আমরা দেশের স্বাধীনতা পেয়েছি। তাঁকে আমরা তাই সবসময় শ্রদ্ধা করি। ওনার চরনে শতকোটি প্রণাম। অন্য বিপ্লবীদের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা। যুবসমাজ যেন মনে রাখে, ঝগড়া নয়। ধর্ম নিয়ে আন্দোলন নয়। দেশে চাই শান্তি। ধর্ম নিয়ে আন্দোলন নয়। সবাই আমরা এক। আমরা ভারতবাসী। ভারত মাতা কি জয়। জয় বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেন কি জয়।

### রাজু বড়ুয়া ওরফে খোকন

(সহ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, শিলিগুড়ি মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ)

সকলকে নমস্কার। মাস্টারদা সম্পর্কে যতটুকু জানি, তা বলছি। তাঁর পুরো নাম হলো সূর্য কুমার সেন। তাঁরা ছয় ভাইবোন ছিলেন। আর দেখতে ছিলেন কালো। তাই তাঁর ডাক নাম ছিলো কালু। তিনি খুবই মেধাবী ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামে লেখাপড়া করেছেন। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লে সেই কলেজ থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। তখন তিনি বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজে লেখাপড়া করে কলা বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী নেন। এরপর আবার আন্দোলনে জড়িয়ে যান চট্টগ্রামে ফিরে। তখনতো ভারতবর্ষ এক ছিলো, আলাদা ছিলো না। এরপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। অধ্যাপনা করতে করতে আরো আন্দোলন করতে থাকেন। কিন্তু আন্দোলন চালাতে গেলে টাকার দরকার হয়। সেই টাকা সংগ্রহের জন্য আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারে টাকা লুণ্ঠন করেন। একইসঙ্গে ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি নামে একটি সংগঠন করেছিলেন যারা গোলাবারুদ অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করবে। সেই সময় তিনি বিয়েও করেন। বিয়ের দিন, সদ্য বিয়ে হয়েছে, পিঁড়িতে বসে রয়েছেন তখন তিনি



# কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

নদীর এক জায়গাতে দুবার ডুব দেওয়া যায় না, কারন নদীর জল প্রবহমান। ঠিক তেমনই মানুষের জীবনও বহমান, প্রতি মুহুর্তে অতীত হয়ে যাচ্ছে। ক্ষনিকের বর্তমান স্থিতি, ভবিষ্যৎ এর লক্ষে যাওয়ার গতি। কালের নিয়মে এটাই জীবন। কিন্তু বহমান নদীর জলের নিচেও একটা গতি থাকে সে শুধু ওপরের জীবনের ঘাত সংঘাতের একটা অতি সূক্ষ লিপিবদ্ধ থাকে। যা আমাদের মনের বিভিন্ন অবস্থায় স্মৃতি হয়ে ঘোরাফেরা করে। কখনো সেই স্মৃতির চাপ মনের উপর এতটাই হয় যে অবস্থাটা অসহনীয় হয়ে পড়ে। ঠিক এমনটাই আজ মুসাফীরের অবস্থা। কাঁধের সাইড ব্যাগে এক রাশ পান্ডুলিপি বেশ বেশ ওজন। কিন্তু সেই ওজনকে শতগুনে ছাপিয়ে উঠেছে লেখার সব চরিত্রগুলোর প্রশ্ন, সবাই একসাথে বলে উঠছে ‘ আমাদের কেন বেঁধে রেখেছ? আমাদের মুক্ত করো।’ গোধূলী বেলা প্রায় শেষ হয়ে আসছে, একটু পরেই ঝপ করে অন্ধকার হয়ে যাবে। হৃষিকেশে তখন পাহাড়ের গায়ে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো নেমে আসবে। গঙ্গার ধারে ও সমস্ত পাহাড়ে বিভিন্ন আশ্রম ও সাধুদের কুটিরে আলো জ্বলে উঠবে। মুসাফীর স্থির কর পান্ডুলিপিগুলোকে পবিত্র এই গঙ্গার জলে বিসর্জন দেবে। একটি হাত ব্যাগের মধ্যে ঢোকাতে যাবে ঠিক এমন সময় মনে হলো তার পাশে কেউ বসে রয়েছে এবং তার একটি প্রশ্নের উত্তরে বলছে ‘ বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ” ফির কিউ লগে হুয়ে হ্যাঁয়?” মেরি সাধনা সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহনে কে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগী। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভী রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হয় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গীর জলের দিকে তাকিয়ে বোললেন--যবতক ইয়হ জলকি ধারা বহেগী তবতক গঙ্গা রহেগী। যিসদিন ইয়হ জল নহী রহেগী, উসদিন ইয়হ গঙ্গা ভি নহি রহেগী। বেটা ইস শরীরকে লিয়ে কর্ম হ্যায়, কর্ম্মকে লীয়ে শরীর নহী।


সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

**আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি**

এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

কর্ম্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়।

ইয়হ কর্ম্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গা।"কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে তখনো গোধূলী বেলা ছিল। ঠিক কথা আমি আমার দেখার যন্ত্রনা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায় তখনই সেই সব দেখা অভিজ্ঞতাগুলোকে লিপিবদ্ধ করি। অদ্ভূত ব্যাপার লেখা শেষ হয়ে গেলে যন্ত্রনাও শেষ হয়ে যায়। মনের ভেতরে অভিজ্ঞতার ঘাত প্রতিঘাতের ফলে যে আলোড়ন হয় সেগুলো শান্ত হয়ে যায়।তাছাড়া ঘটনাগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। ব্যাগটি আবার কাঁধে ফিরে এলো,নিজের অজান্তেই হাতটা ভেতরে ঢুকে গিয়ে একটি পান্ডুলিপি উঠে এলো। এর বেশিরভাগ চরিত্র জীবিত। লেখার নিয়মে স্থান এবং কালকে ঠিক রেখে চরিত্রগুলোর নাম ও গঠনে কিছু পরিবর্তন করা হলো। কারন বেশিরভাগ চরিত্রের অধস্তন পুরুষরা বর্তমান। তরে মঙ্গলামাসী নামটি অপরিবর্তিতই রইল। এর সাথে গল্পের মূল চরিত্রের জীবনটি জড়িয়ে রয়েছে যা খুবই সংবেদনশীল। ---মুসাফীর।

" দেখতে দেখতে মঙ্গলামাসীর মাঠ ছোট হয়ে গেল"

সন্ধ্যা সাতটা বাজলেই কফি হাউসের কর্নারের একটি গোল টেবিলে রিজার্ভড কার্ডটি লাগিয়ে দেওয়া হয়।তিন জন নিয়মিত উপস্থিত হন। তিন বন্ধু অভ্রজীৎ সরকারি আমলা, দ্বৈয়পায়ন, বেসরকারি এক বড় কোম্পানির কলকাতা শাখার ডাইরেক্টর, দেবাংশু ফ্রি লান্সার জার্নালিস্ট এবং এইচ আর কনসালটেন্ট। শর্টনেম- অভি, দীপু ও দেব। এরা তিনজনেই জে এন ইয়ুর ছাত্র। কলকাতায় থাকলে সন্ধ্যেটা কফি হাউসে কাটায়। এদের মতে রিফ্রেস হয়, পিউর অক্সিজেন নিতে আসা। আড্ডা ভালই জমে।নব্বই দশকের কথা, তিন বন্ধু প্রতি বছর দুর্গাপুজোর সময় কোন না কোন জায়গায় বেড়াতে যায়। তাই তিন জন এবার কোথায় যাওয়া হবে সে বিষয়ে আলোচনা চলছে। দেব বলে, কিরে অভি বল কোথায় যাওয়া হবে,এবারতো দীপু যেতে পারবে না। (ক্রমশ)


**SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY**

**Reg. No. S0007690 of 2019-2020**

**'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'**

**আমরা আছি, আমরা থাকবো**

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

**Siliguri End Smile Social Welfare Society**

SBI A/C : 39797661125

IFSC CODE, SBIN0014549

Google pay, phonepe no 7908846581

# দেশের সেবাতেই তৈরি করছি পাওয়ার লিফটার


অশোক চক্রবর্তী

(আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাওয়ার লিফটার, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

এশিয়া কমনওয়েলথ এবং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে আমার বাড়ি। এগার বছর বয়সে আমি শিলিগুড়ির রামকৃষ্ণ ব্যায়ামাগারে গিয়েছিলাম শরীর চর্চা করতে। বাচ্চা ছেলে বলে আমাকে ওরা নিচ্ছিল না। অনেক অনুরোধের পর আমাকে ওরা নেয়। রামকৃষ্ণ ক্লাবে প্রথম আমার জীবনে শরীরচর্চা সূত্রপাত ঘটায়। এরপর চলতে চলতে ১৯৮০ সালে আমি শিলিগুড়িশ্রী হই বডি বিল্ডিংয়ে। ১৯৮২ সালে দার্জিলিংশ্রী এবং ১৯৮৪ সালে উত্তরবঙ্গশ্রী হই। তারপর প্রতিযোগিতা চালাতে চালাতে বঙ্গশ্রী এবং ভারতশ্রীতেও অংশ নিই। সেইসময় ভারতশ্রী বলতো। এরপর কিছুদিন শরীর চর্চা বন্ধ রাখতে হয়। তারপর নব্বইয়ের দশকে চলে আসি পাওয়ার লিফটিংয়ে। জাতীয় স্তরে আমি আটবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। দিল্লি, মুম্বাই সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়েছি। ২০১৪তে জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতা শেষ হয় জামশেদপুরে। সেখানেও জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হই। এরপর ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হই লাস ভেগাস, ইউ এস এতে। ১৩৫টি দেশ তাতে অংশ নেয়।পাওয়ার লিফটিং বিরাট গেম। লাস ভেগাসে সোনা জিতেছিলাম। ৬০ কেজি বডি ওয়েটে খেলেছিলাম,কিন্তু আমার বডি ওয়েট হয় ৫৭.৫কেজি। সেখানে আমি একশ সাড়ে বাহান্ন কেজি বেঞ্চ ফেস দিয়েছিলাম। ২০০২সালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমি প্রথম ফিলিপিন্সে এশিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়, সেখানে এশিয়ার ৩৬টি দেশ অংশ নেয়। আবার চন্ডিগড়ে এশিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়। ইংল্যান্ডেও আমি যাই। সেভাবে সেখানে সুযোগ পাইনি। পরে আবার ভারতে কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ন হই। ওখানেও আমি সোনা নিয়ে আসি। সেটা ছিল ২০১০ সাল। এখন আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে শরীরচর্চার অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছি। আমার এখানে ২০০ থেকে ২৫০ জন অনুশীলন করে। কারও কাছ থেকে কোনো পয়সাকড়ি নিই না।

শিলিগুড়ি ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে অনুশীলন করতে আসে। আমার বয়স হলো ৬১প্লাস। এখনও আমি ১৩০ কেজি বেঞ্চ প্রেস মারি। শিলিগুড়িতে আমরা পাওয়ার লিফটিংয়ে ৭৫টি পদক পেয়েছি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে। শিলিগুড়িকে পাওয়ার লিফটিংয়ের শহর হিসাবে ঘোষণা করবার দাবিও করেছি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কুন্দন ঠাকুর, তাপস বড়ুয়া,টিঙ্কু দে, নীহার ঘোষ । এরমধ্যে কুন্দন ঠাকুর টাইলস মিস্ত্রি, খুব গরিব। আমার এখানে এসে ও অন্যদের অনুশীলন করায়। এনজেপি থেকে চারজন মেয়ে এখানে এসে অনুশীলন করে। ওরা জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। খুব গরিব ওরা।

আজকাল চারদিকে নেশা হচ্ছে। তার থেকে এই পাওয়ার লিফটিংয়ের অনুশীলন অনেক ভালো। এমনও অনেকে আছেন যারা আগে নেশা করতেন, পরে নেশা ছেড়ে আমার এখানে অনুশীলন চালিয়ে সেনাবাহিনীতে চাকরি পায়। আইপিএস অফিসার হয়েছেন এমন যুবকও আমার এখানেঅনুশীলন করছি। নেশা ছেড়ে অনেকে এখানে এসে অনুশীলন করি।

আমার বাবা সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তিনি বাইশ বছর আন্দামান জেলে ছিলেন। বাবার কাছে শুনেছি দেহ সৌষ্ঠব না করলে কোনো মূল্য নেই তাঁর। আগে শরীর চর্চার বিশেষ গুরুত্ব ছিলো। বাবা পেনশন নেননি। আমিও সেইরকম ত্যাগ করছি। অর্থাৎ বিনা পয়সায় আমি অনেককে পাওয়ার লিফটিংয়ের অনুশীলন করিয়ে যাচ্ছি। রাজ্য সরকার আমাকে অনুশীলন করবার অনেক সামগ্রী দিয়েছে। আমার একটি ভালো জায়গা দরকার। সেখানে আরও ভালো ভালো পাওয়ার লিফটার তৈরি করতে পারি। আমি চাই ছেলেমেয়েরা এগিয়ে যাক। আমি ন্যাশনাল স্পোর্টস ইউনিভার্সিটির এক্টিভিটি কাউন্সিল মেম্বার, ইম্ফলে। সেখানে সবধরনের খেলাধূলা চর্চা হয়। আমি সেখানে কাউন্সেলিং করি। আমি চাই সব খেলা এগিয়ে যাক। সবার শরীর তাতে ভালো থাকবে।

স্বামী বিবেকানন্দ সবার আগে শরীর চর্চা করতে বলে গিয়েছেন। গীতা পাঠ থেকে ফুটবল খেলা অনেক ভালো। নেতাজির জন্মদিনে একটি পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা আয়োজনের চেষ্টা করছি। আমি জীবিত থাকা পর্যন্ত এই পাওয়ার লিফটিং চালিয়ে যাবো।

আমি দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটিং এসোসিয়েশনের সম্পাদক। বেঙ্গল পাওয়ার লিফটিং এসোসিয়েশনের দায়িত্বেও। ন্যাশনাল স্পোর্টস এক্টিভিটি কাউন্সেলিং মেম্বার। রানা লক্ষীবাঈ ন্যাশনাল ফিজিক্যাল এডুকেশন গোয়ালিয়রে রয়েছে।সেখানেও আমি যুক্ত রয়েছি। আমার নম্বর ৯৮৩২০৭৩২৫৮, এই নম্বরে কেউ যোগাযোগ করতে পারে পাওয়ার লিফটিং করতে চাইলে করতে পারে। সকলের পাশে আছি।

# শিলিগুড়িতে এক দেশপ্রেমিক ও ব্যতিক্রমী সাংবাদিক প্রয়াত রবীন্দ্রনাথ মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ স্বামী বিবেকানন্দ দার্জিলিংয়ে থাকার সময় যে টেবিলের ওপর বেলুড় মঠের উদ্দেশ্য বা রুপরেখা তৈরি করেছিলেন সেই টেবিলটি নব্বইয়ের দশকে বেশ কিছুদিন ছিলো শিলিগুড়ি সেভক রোডে একজন দেশপ্রেমিক ও ব্যতিক্রমী সাংবাদিকের হেফাজতে। পরবর্তীতে ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে সেই ঐতিহাসিক টেবিল শিলিগুড়ি থেকে চলে যায় কলকাতায় বেলুড় মঠের মিউজিয়ামে। সেই নমস্য সাংবাদিকের আরও বহু সামাজিক ও মানবিক কর্মকান্ড রয়েছে। এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরগে যখন প্রথম এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছে ভারতের জাতীয় পতাকা মেলে ধরেছিলেন সেই পতাকা দার্জিলিং বাজার থেকে সংগ্রহ করে তেনজিং নোরগের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেই সাংবাদিক। ২০১৪ সালে শিলিগুড়িনিবাসী সেই সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ মিত্র প্রয়াত হলেও আজও তাঁর অক্ষয় কীর্তি বিভিন্ন মহলে প্রচারিত। সেই সাংবাদিক দার্জিলিংয়ে থাকার সময় নিয়মিত নেপালি দৈনিক সংবাদপত্র হামরো সাথি প্রকাশ করতেন। প্রয়াত সেই সাংবাদিক তাঁর সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রতিভা অন্বেষন করতেন। আর সেই প্রতিভা খুঁজতে খুঁজতে তিনি আবিস্কার করেছিলেন প্রতিভাবান পর্বতারোহী তেনজিং নোরগেকে। তেনজিং এর এভারেস্ট জয়ের পিছনে সেই সাংবাদিকের অনুপ্রেরনা ছিলো অনেকটাই। এমনকি সেই সময় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তেনজিং নোরগের সংযোগ স্থাপনেও সেই সাংবাদিক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রয়াত সেই সাংবাদিকের কোনো সন্তান ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী প্রয়াত গীতা মিত্রও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিং এই ছিলো তাঁদের চিন্তাভাবনা। সাংবাদিকতার পাশাপাশি প্রয়াত সাংবাদিক সমাজসেবা করতেও ভালোবাসতেন। তিনি গরিব দুঃখীদের সেবা করতেন। বি এ পাশ করতে না পারলেও সেই সাংবাদিক এতটাই শিক্ষানুরাগী এবং উদার মনের ছিলেন যে আজকের সারদা শিশু তীর্থ স্কুল স্থাপনের অনেকটা জমি তিনি দান করেছিলেন নিঃশর্তে। আবার তারই দান করা জমিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা তৈরি হয়েছে সারদা শিশু তীর্থের পাশেই, মাতৃভবন নামে যা পরিচিত। দেশপ্রেমের ভাবনায় সারদা শিশু তীর্থের প্রধান আচার্য নির্ভয়কান্তি ঘোষ দেশ প্রেমিক ও ব্যতিক্রমী সেই সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ মিত্র সম্পর্কে অনেক কথাই জানিয়েছেন খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ, গুগল ওয়েবপোর্টাল ও ইউ টিউবে।

# এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে

কবিতা বনিক

(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। ঐতিহ্যমন্ডিত ভরা এইদেশ। এই দেশেই আমাদের জন্ম,কর্ম জীবনের শেষ শয্যাও এইদেশে। তাই আমাদের দেশ ভারতবর্ষের প্রতি প্রেম আমাদের স্বভাব। এই ভাবেই স্বদেশ প্রীতি মানবিক গুনের মধ্যে পড়ে। এইভাবেই গড়ে ওঠে জাতীয়তাবোধ।স্বাধীনতার স্বাদ বুঝতে সাহায্য করে জাতীয়তাবোধ। এর মূল মন্ত্র হল মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা। এরজন্য অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। আমরা যখন দেশকে জানতাম না, বুঝতাম না, ইংরেজদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখেছি,কানে শুনেছি লোভনীয় কিছু কথা।তাতেই স্থবির হয়েছিলাম আমরা। ফলে আমরা হস্তান্তরিত হলাম এক শাসক থেকে আর এক শাসকের হাতে। তাও বুঝলাম না কি পরিবর্তন হল।

দুশ বছর লাগলো বুঝতে যে আমরা আমাদের দেশেই পরাধীন। তখন বুঝলাম যখন থেকে একে অপরের ভালবাসার মধ্য দিয়েই দেশের প্রতি ভালবাসার গুরুত্ব বোঝানো শুরু হল। আমরা আমাদের দেশের ঐতিহ্যকে যাতে রক্ষা করতে পারি, নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি তার জন্য চেষ্টা চালানো হল জোরদার। সে সময় দেখেছি জ্ঞানীগুণীজন তাদের প্রাপ্য সম্মান গ্রহন করেছেন নিজেদের জাতীয় পোষাক পরে। এইভাবে অনুকরন না করে প্রতি ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধকে জাগাতে পেরেছিলেন।

আমাদের মুনি ঋষিরাও শিখিয়েছেন ‘‘সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম---’’। অর্থাৎ ‘‘ হে মানব তোমরা একসাথে চলো, একসাথে মিলিয়া আলোচনা করো।তোমাদের মন উত্তম সংস্কার যুক্ত হোক।পূর্ব কালীন জ্ঞানীপুরুষেরা যেরুপ কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন তোমরাও সেইরুপ করো। তোমাদের সকলের মত এক হোক, মন এক হোক।সকলের চিত্ত সম্মিলিত হোক।তোমাদের সকলকে আমি একই মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়াছি। এবং তোমাদের

TATA TISCON
JOY OF BUILDING
Platinum Dealer
Since 1760 Berger Lewis Paint your imagination
Sika BUILDING TRUST
Auth. Dealer Auth. Distributor
deeessrana2013@rediffmail.com

DEE ESS ENTERPRISE
Retail outlet
46, Satyen Bose Road
Deshbandhupara
Siliguri-734004
Ph. : 0353-3591128

C & F Office :
2nd Floor Manoshi Appartment
Babupara, Satyen Bose Road
Siliguri-734004
West Bengal

সকলের খাদ্য ও পানীয় একই প্রকারের দিয়াছি।তোমাদের সকলের লক্ষ্য এক হোক।তোমাদের হৃদয় এক হোক। তোমাদের মন একহোক। তোমরা সর্বাংশে সম্পূর্নরুপে ঐক্যবদ্ধ হও। এবং এই ভাবেই তোমাদের সকলের শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক। "ঋগ্বেদের অন্তর্গত সংগঠন সূক্তের অন্তর্গত এই সূক্তটি। আমাদের বেদ, উপনিষদ, গীতা সারধর্ম, রাজধর্ম, দেশপ্রেম ইত্যাদি সম্বন্ধীয় শিক্ষা দেয়।রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই বেদ, উপনিষদকে জীবনের সার হিসেবে গ্রহন করেছিলেন বলে তাঁর লেখার চিত্রকল্প, বর্ণনা,গানের সুরমূচ্ছনা এত মনোগ্রাহী। তাইতো তাঁর রচনা অমর। শান্তিনিকেতনে আজও বেদমন্ত্রচ্চারনের মধ্য দিয়েই দিনচর্যা শুরু হয়।

বিবেকানন্দের বাণীকে আত্মস্থ করা আমাদের খুব প্রয়োজন। আমরা স্মরন করি " হে ভারত ভুলিও না নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী,দময়ন্তী। ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন তোমার ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়। ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র। ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর! সাহস অবলম্বন করো। সদর্পে বলো আমি ভারতবাসী। ভারতবাসী আমার ভাই।"

এই ভারতবর্ষের মহামানবদের বাণীগুলো জীবনে গ্রহন করা কাজে লাগানো আমাদের কর্তব্য। নিজের সংস্কৃতিতে, নিজের সনাতন ধারায় পথ চলা আমাদের লক্ষ্য হোক। তাহলে বেদিশীরাও আমাদের সম্মান করবে। কারণ যারা নিজেদের জিনিষ ফেলে অন্যের অনুকরন করে তাদের ভিতরে না নিজের সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান পাওয়া যায়। তাই তারা অসম্মানিতই হয় বেশি। আমরা এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরের কয়েকটি নুড়ি যেন নিজেদের সংগ্রহে রাখতে পারি।

# দেশপ্রেমের ভাবনায় দৌড়


দীপ্তি পাল

(দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

শৈশব থেকেই আমি দৌড় শুরু করি। সেই দৌড়ের নেশা আজ অনেক বয়স হলেও ছেড়ে দিতে পারিনি। শরীর ভালো রাখতেও দৌড়ের চর্চা করি। করোনার মধ্যেও ২০২১সালে নাসিকে জাতীয় দৌড়ে পুরস্কার জিতেছি। সম্প্রতি আমাদের ঝাড়গ্রামে দৌড় প্রতিযোগিতা হলেও পুরস্কার জিতেছি।ঘর আমার ভরে গিয়েছে পুরস্কারে। অনেকগুলো জাতীয় দৌড়ের পুরস্কার জিতেছি। আন্তর্জাতিক দৌড় প্রতিযোগিতায়ও অংশ নিতে চাই। এখন আমার বয়স ৫৮ এর কিছু বেশি। যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবো তখনই শেষ হবে আমার দৌড়। সংসারের জন্যও অনেক দৌড়াতে হয়। দুই ছেলে রয়েছে।ওদের অনেক কষ্ট করে বড় করেছি। ওরা এখন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের সেবা করছে। ছেলেদের বড় করার জন্য সংসারের সংগ্রামে অনেক দৌড়াতে হয়েছে। যেমন ডিম ফেরি করেছি, ফিনাইল ফেরি করেছি। ছেলেরা বড় হয়ে দেশের সেবা করছে। বড় ছেলে শক্তি পাল তৈরি করেছে ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম। ইউনিক ফাউন্ডেশনের হয়েও অনেক কাজ করেছি। গরিবদের পাশে খাবার দিয়ে দাঁড়াই। বস্ত্র দান করি। এক টাকার বিনিময়ে দেওয়া হচ্ছে ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের মাধ্যমে। পথ শিশুদের লুচি তরকারি খাবার দিচ্ছি। এরসঙ্গে নতুন ছেলেমেয়ে তৈরি করছি যাতে তারাও শিখতে পারে। নতুন ছেলেমেয়েদের দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করছি দৌড়ের মাধ্যমে।


HAPPY INDEPENDENCE DAY

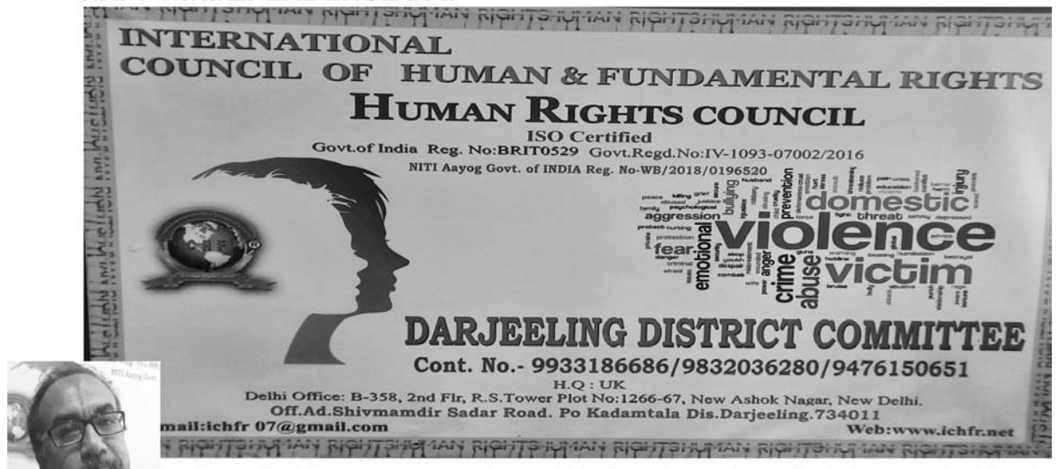




ASHIM PANDIT, MEMBER, CENTRAL COMMITTEE
INTERNATIONAL COUNCIL OF HUMAN & FUNDAMENTAL RIGHTS

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা

সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।
দেশ ও সমাজের কথা সকলে ভাবুন,
তবেই আমরা সকলে ভালো থাকবো

সোনালি সামন্ত
(এ এন এম)

বি এস কোম্পানি হেলথ সেন্টার
গ্রাস মোড় চা বাগান, নাগরাকাটা

# দেশপ্রেম নিয়ে অন্যরকম এক লেখা

সজল কুমার গুহ
(শিবমন্দির, সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা)

১)বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলো ওরা ভুলে অন্যদের,
প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের বিদায়ে হলো উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীরা আরও সংগ্রামের।
২) একাই লড়ে মেরে বাঘ নাম হলো তার বাঘাযতীন,
বুড়িবালামে গোরাদের মেরে শহিদ হয়ে দিল প্রেরনা দেশ করতে স্বাধীন।
৩) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টারদা তোমায় সেলাম,
প্রীতিলতাদের সঙ্গে নিয়ে ঝড়িয়ে ছিল ইংরেজদের ঘাম।
৪) তোমার প্রেরণায় মুকুন্দ দাস বঙ্গনারী রেশমি চুড়ি দিল ছেড়ে,
আন্দোলনে নারীদের যোগদানে গোরাদের রক্তচাপ গেল বেড়ে।
৫) বিনয়-বাদল-দীনেশ অলিন্দ যুদ্ধের তিনটি সেরা নাম,
অত্যাচারী সিম্পসনকে মেরে নিজেরা গেল চলে স্বর্গধাম।

With Best Compiments From :
Cell : 98320-57177
Prop. Kanai Mohanto
SHREE KRISHNA FURNITURE
Deals in : All kinds of Steel Furniture
Stainless Steel and Tv Manufacturer
and Order Suppliers





Champasari Main Road, North Mallaguri
Narmada Bagan, Siliguri-03

৬) ভারত ছাড়ো আন্দোলনে পরলে ঝাঁপিয়ে তুমি মা মাতঙ্গিনী হাজরা,
হতচ্ছাড়া ইংরেজ চালিয়ে গুলি করলো তোমায় ঝাঁঝড়া।

৭) 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' উচ্চারনে মেরেছিল পুলিশকে বোমা হামলায়,
সুখদেব  রাজগুরু ভগৎ সিং এর ফাঁসি হয়েছিল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায়।
৮) চেয়েছিলে মহারানীর উচ্ছেদ ও স্বদেশী রাজ,তুমি বীরসা ভগবান
বিষ প্রয়োগে ওরা মারলো তোমায়, আজো তুমি মহীয়ান।
৯) একাধারে বিপ্লবী ও ঋষি কঠিন সঙ্গমিশ্রনে শ্রীঅরবিন্দ তুমি,
শ্রীমায়ের স্নেহধন্য সার্ধশতবর্ষে তোমার চরণ চুমি।
১০) 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা/ ওঠো গো ভারত লক্ষী' দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুল প্রসাদের গান দেশ মায়ের চরণে নিবেদিত,
দেশ স্বাধীনের প্রেরণা পেয়ে ভারতবাসী হলো আবেগিত।
১১) স্বপ্ন ছিল গড়ার অখন্ড স্বাধীন ভারত,
কুচক্রীরা করলো দেশ ত্রিখন্ডিত স্বপ্ন নেতাজির করে যদি

১২) কুসংস্কার, কুশিক্ষা মুক্ত করলে তুমি রাজা রামমোহন,
'সতীদাহ' করে রদ স্তব্ধ করলে নারীর দুঃখ-কাহন।
১৩) 'বিধবা বিবাহ' করে প্রচলনে হলে বিখ্যাত তুমি বিদ্যাসাগর,
তোমার লেখা বই হলাম পার জ্ঞানের সাগর।
১৪)বিশ্ব ধর্ম সভা করলে মাৎ 'ভ্রাতা-ভগ্নী' সম্বোধনে.
জগৎ মাজারে পেল ঠাঁই ভারত, স্বামীজির বিধানে।


WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

BASU DUTTA

FAL BAZAR ROAD, GHOGOMALI, SILIGURI




# দেশ প্রেমের ভাবনায়


অসীম পন্ডিত

(শিবমন্দির, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ,ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ হিউম্যান এন্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটস)

জানুয়ারি মাস হলো দেশপ্রেমের মাস। পয়লা জানুয়ারি কল্পতরু উৎসব। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। ২৩শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন। এই মাসেই আবার সেনা দিবস, শহিদ দিবস, ভোটার দিবস রয়েছে। কাজেই জানুয়ারি মাস সত্যি অন্যরকম এক দেশপ্রেমের মাস।

দেশপ্রেমের কথা বললেই প্রথমে আমাদের স্মরন করতে হয় স্বামী বিবেকানন্দকে। দেশের প্রেম জাগিতে তুলতে নেপথ্যে তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিলো। স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন মানুষের মধ্যে ঈশ্বর রয়েছে। তাই তিনি বলেছিলেন, জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। স্বামীজির বানী  পরাধীন ভারতে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। শিকাগো বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি হিন্দু ধর্মকে অন্য পর্যায়ে পৌঁছে দেন।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চিরস্মরনীয় কিংবদন্তী নেতা। তিনি আই এন এ গঠন করেছিলেন। ইংরেজ হটাতে তাঁর লড়াই বারবার স্মরন করতে হয়।

বিভিন্ন ভাবে দেশের কথা স্মরন করেই আমরা কাজ করি। অসহায় গরিব মানুষের পাশে আমরা সবসময় থাকি। আগামীতেও অসহায় গরিব মানুষের পাশে থাকবো। কোথাও কোনো মানুষ বিপদে পড়লে আর সেই খবর আমরা জানলে পাশে থাকি। রক্তদান ছাড়া দৃষ্টিহীন কিংবা বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের পাশে আমরা সবসময় থাকি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এই থাকলো প্রার্থনা। সকলের প্রতি সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা রইলো।


সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সঞ্জয় সাহা (বুড়া)

যুগ্ম সম্পাদক, হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

এবং

কার্য্যকরী কমিটির সদস্য, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব

হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি

# দেশপ্রেম ঃ থাইল্যান্ড থেকে শিলিগুড়ি ফিরেছেন রেভারেন্ড রঞ্জন রবি দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ থাইল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে প্রাক বড় দিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শিলিগুড়ি ফিরেছেন রেভারেন্ড রঞ্জন রবি দাস। শিলিগুড়ি শান্তিনগরে অবস্থিত ফিলাডেলফিয়া চার্চের রেভারেন্ড রঞ্জনবাবু। থাইল্যান্ড থেকে ফিরেই তিনি শিলিগুড়িতে প্রাক বড় দিনের অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে ওঠেন গত ডিসেম্বরে। থাইল্যান্ডে থাকার সময় তিনি কোথায় কি অনুষ্ঠান করেছেন, ভারতবর্ষের ঐক্য সম্প্রীতির বার্তা তিনি কোথায় কোথায় মেলে ধরেছেন সবই জানিয়েছেন প্রাক বড় দিনের অনুষ্ঠানগুলোতে। বড় দিনকে সামনে রেখে চা বাগানে বস্ত্র বিতরন কর্মসূচিও ছিল তাঁর। বড় দিনকে সামনেরেখে তিনি সকলের সামনে প্রভু যীশুর শান্তি ও ভালবাসার বার্তা মেলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রভু যীশুর প্রেমের বার্তা তিনি যেমন ছড়িয়ে দিচ্ছেন তেমনই ভারত প্রেমও সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ভারত প্রেমের কথা ভেবেই দুঃস্থদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন তিনি।

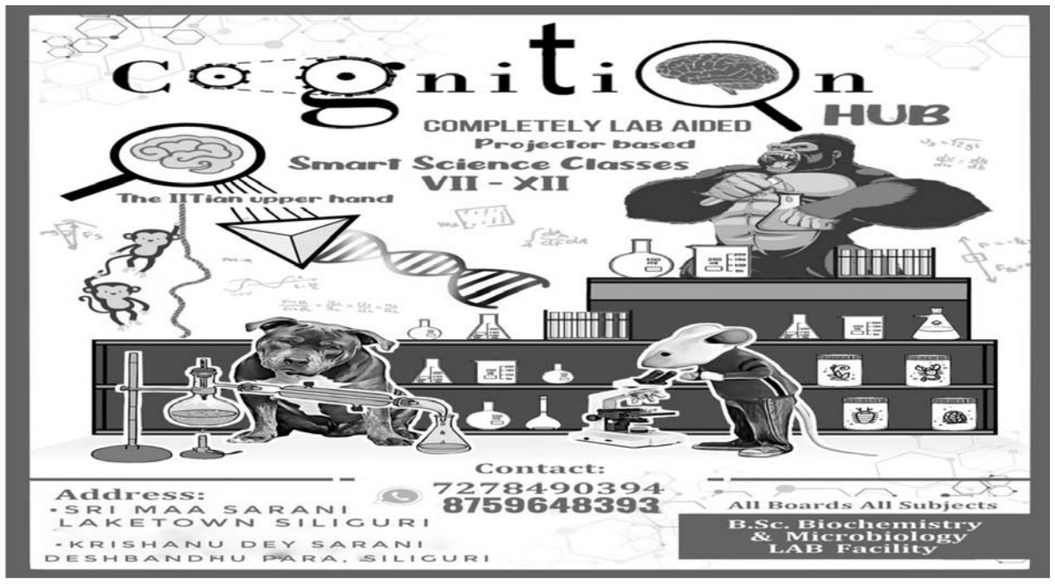




১৫) 'নাইট-হুড' ফিরিয়ে জালিওয়ানাবাগ হত্যার প্রতিবাদ,
হত্যাকান্ডের নায়েককে করলো উধম সিং মুন্ডুপাত।
১৬) বিদেশীনি হয়েও তুমি ছিলে সত্যিকারের স্বদেশিনী,
ঠাকুর-মা-স্বামীজির আশীর্বাদে মার্গারেট থেকে হলে সন্নাসিনী।
১৭)'মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই'ঃ তোমার লেখা হে কান্তকবি,
এমনি গানে বিপ্লবীরা পেত প্রেরণা, এটাই ছিল দেশ ভক্তের ছবি।
১৮) অত্যাচারী ইংরেজদের ঔদ্ধত্য মানতে ছিল না মোটেই রাজি,
প্রেরনার লিখে গান জেল খেটেছো তুমি নজরুল কাজী।
১৯) বঙ্গভঙ্গ বিরোধ ও স্বদেশী আন্দোলনের তিন নেতা লাল-বাল-পাল,
স্বদেশী দ্রব্য করে বর্জন ইংরেজদের হাল করেছিলো বেহাল।
২০) অত্যাচারী ইংরেজ ও জমিদারীর বিরুদ্ধে তিতুমীর করলে ঘোষণা নিজেকে স্বাধীন স্বেচ্ছায়,
'ওরাহারী' ঢাল করে লড়ে প্রাণ গেল সাথীদের সাথে বাঁশের কেল্লায়।

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সকলের প্রতি আবেদন--
গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান।
দেশকে ভালোবাসুন, সামাজিক কাজ করুন।
তবে নিজে ভালো থাকবেন, অন্যরাও ভালো থাকবে।

**কমল কুমার দেব**

অবসরপ্রাপ্ত সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার
পূর্ত দপ্তর,
কলেজ পাড়া, শিলিগুড়ি।

# তাই হয়তো চক্রান্তের শিকার নেতাজি

কলমে গণেশ বিশ্বাস

(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রাক্কালে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু কেন প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন, আমাকে স্বাধীন ভারতে গিয়ে আরও একটি লড়াই লড়তে হবে আমার প্রিয় দেশবাসীর স্বার্থে। সেই সময় ব্রিটিশ শাসন চলছে ভারতে। সর্বস্তরের মানুষ কিন্তু নিজের দেশে পরাধীন। ব্রিটিশ শাসন আর অন্তর থেকে কেউ মেনে নিতে পারছিলেন না। ভারতে ব্রিটিশদের প্রথম আগ্রাসনে গুটি কয়েক উন্নয়ন প্রকল্প ভারতবাসীর পছন্দ হলেও পরবর্তীতে দেখা যায় ব্রিটিশ ভারতে যা উন্নয়ন করেছে সম্পূর্ণ নিজেদের স্বার্থে করেছে, দীর্ঘস্থায়ী শাসন ব্যবস্থা চালিয়ে যাবার জন্য। সেই সময় ব্রিটিশ সরকার ভাবে নি ঘুমন্ত ভারতবাসী একদিন জেগে উঠবে ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে।

ব্রিটিশ ভারতে প্রথম প্রবেশ করে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। ইংল্যান্ডের এক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ভ্রমনে আসে। তারপর ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে এসে নানা অছিলায় জাল বিছতে থাকে। তাতে সফল হলে ১৭৫৭-১৮৫৮খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে রাজ করে একশ বছর। এরপর ব্রিটিশ নিজেরাই রাজ পরিবর্তন করে। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ব্রিটিশ রাজ শাসন ব্যবস্থা নতুন করে শুরু করে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কাল থেকে । ভারতবাসীর ওপরে ব্রিটিশের শোষন শাসন লুণ্ঠন নির্মম অত্যাচার চলছেই যা নিন্দার ভাষা নেই। ভারতের বহু মূল্যবান ধনরত্ন লুঠ করে প্রকাশ্যে ইংল্যান্ডে পাঠানো হোত। আর ব্রিটিশের এইসব কাজ সবার আগে নজরে আসতে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিকদের। আরও যে কত কিছু করতো ব্রিটিশ সরকার তা সংক্ষেপে লেখা সম্ভব নয়।

ভারতবাসীর ওপর ব্রিটিশদের ক্রমাগত এই সব অত্যাচার আর

VAROSA

Regd. IV-0403-00643/2022

Non Political Organization

DARJEELING DISTRICT COMMITTEE

প্রতিবন্ধী ভাই বোন দের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

Swami Vivekananda Sarani, Shivmandir, Kadamtala, Pin-734011, Darjeeling

Mob.- 62940-39698 / 98320-36280




# দেশ প্রেমের ভাবনায়

বাসু দত্ত

(ঘোঘোমালি ফলবাজার রোড, শিলিগুড়ি )

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। দেশ প্রেমের ভাবনা নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করছে খবরের ঘন্টা। এরজন্য খবরের ঘন্টা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। দেশ প্রেম বলতে বলবো, মানুষে মানুষে প্রেম-সম্প্রীতি। আমার বাবা স্বর্গীয় অমর দত্ত সবসময় মানুষের জন্য কাজ করতেন। বছরের বিভিন্ন সময় পেনশনের টাকায় তিনি গরিব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। বড় দিনে তিনি শিশুদের মধ্যে চকোলেট বিলি করতেন। শারদীয়ার আগে মহিষাসুর মর্দিনী অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে তিনি অন্যরকম পরিবেশ তৈরি করতেন। পুজোর মধ্যে দুঃস্থদের মধ্যে শাড়ি বিলি করতেন। তাঁর সেই ভাবকে সামনে রেখেই আমি চলতে চাই। সবাই ভালো থাকুক এই থাকলো প্রার্থনা।

# দেশ প্রেমের ভাবনা

সঞ্জীব শিকদার

(প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, জেলা বিজেপি, শিলিগুড়ি)

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দেশ প্রেম নিয়ে বলতে হয় যেটা তা হলো, শিক্ষার এমন হাল কেন? কেন ছেলেমেয়েরা কোনো দিশা পাচ্ছে না? কেন সবাই কলেজ পাশ করেও চাকরি পাচ্ছে না? কেন চারদিকে দুর্নীতি? এরকম চলতে থাকলে অরাজকতা কিন্তু বাড়বে। আর তাতে যারা তথাকথিত নেতা হিসাবে এখন সুখে আছেন তাদের কিন্তু রাতের ঘুম চলে যেতে পারে আগামী দিনে।

## বিজ্ঞাপ্তি

খবরের ঘন্টার পরবর্তী সংখ্য প্রকাশিত হবে একুশে ফেব্রুয়ারি। আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসে। এই সংখ্যায় মাতৃ ভাষার প্রচার ছাড়াও মাতৃ ভাষা বাংলার প্রচার প্রসারে প্রয়াত ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদারের ওপর কিছু লেখা প্রকাশিত হবে। - সম্পাদক

# দেশপ্রেমের ভাবনা

নির্মল কুমার পাল

(সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি)

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। বছরের এই সময়টায় বিশেষ কিছু বার্তা আসে আমাদের কাছে। পয়লা জানুয়ারি ঠাকুরের কল্পতরু উৎসব। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন, জাতীয় যুব দিবস।সেদিনই আবার মাস্টারদা সূর্যসেনের প্রয়ান দিবস। ২৩শেজানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্মদিন। ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস। ৩০ জানুয়ারি শহিদ দিবস। এই সব দিন নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে দেশের প্রতি বাড়তি প্রেম তৈরি করে। বছরটা শুরুই দেশ প্রেম দিয়ে। তাই সারা বছর দেশপ্রেমের ভাবনা নিয়ে আমরা কাজ করবো এটাই থাকছে বিশেষ প্রার্থনা।

আমি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব এবং হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সারা বছর ধরেই বিভিন্নরকম মানবিক কাজ করে থাকি। আমরা মাঝেমধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করি। আমি চাই সকলে ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। সবাই যদি আমরা সমাজ ও দেশ নিয়ে ভাবি ও দেশ সমাজের সেবায় কাজ করে থাকি তবে আমি, আপনি সবাই ভালো থাকবো।

# দেশপ্রেমের ভাবনায়

মৃনাল পাল

(সচিত্র গ্রুফ অফ কোম্পানিজ, শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, সেভক রোড, শিলিগুড়ি )

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। এই বিশেষ সময়কে

সামনে রেখে এটাই বলবো, সবাই ভালো থাকুক--সুস্থ থাকুক। করোনার পর আর্থিক সঙ্কট এর মধ্যে সবাই লড়াই করছেন। সেই লড়াই কাটিয়ে দেশ আবার আর্থিক সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হোক এটাই থাকছে প্রার্থনা। আর বেকার ছেলেমেয়েদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হোক এটাই থাকছে বিশেষ আবেদন সকলের কাছে। শিল্প কারখানার পরিবেশ যাতে সর্বত্র তৈরি হয় সেটা সবাই ভাবুক।

# উন্নতি


রিয়া মুখার্জী
(শিলিগুড়ি)


দেশের জন্য তারা নাকি
জীবন রাখবে বাজি,
বছর বছর এই কথাতেই
আমরা নেতা মন্ত্রী বাঁচি,
সত্তাতে আসার পর
তাদের হিসেব বদলে যায়,
চেয়ারে বসে সাধারণ
মানুষদের পিষে দিতে চায়,
ভুলে যায় সকল প্রতিশ্রুতি
যা দিয়েছিল জনগণকে,
সেবার করবো কথা দিয়ে
মেওয়া খেয়ে চলে যায়,
আবার ভোটের সময় এলে
কাকুতি মিনতি করে ভোট নিয়ে যায়,
ভনিতা না করে সততার
পথে চলবে এমন নেতা চাই,
তবেই তো দেশ আমাদের উন্নত হবে ভাই,
অপরকে দোষারাপ না করে
নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে দায়িত্ব,
দেশ যে আমাদের সবার
নিজেদের পকেট না ভরে
পালন করতে হবে দেশের প্রতি কর্তব্য।

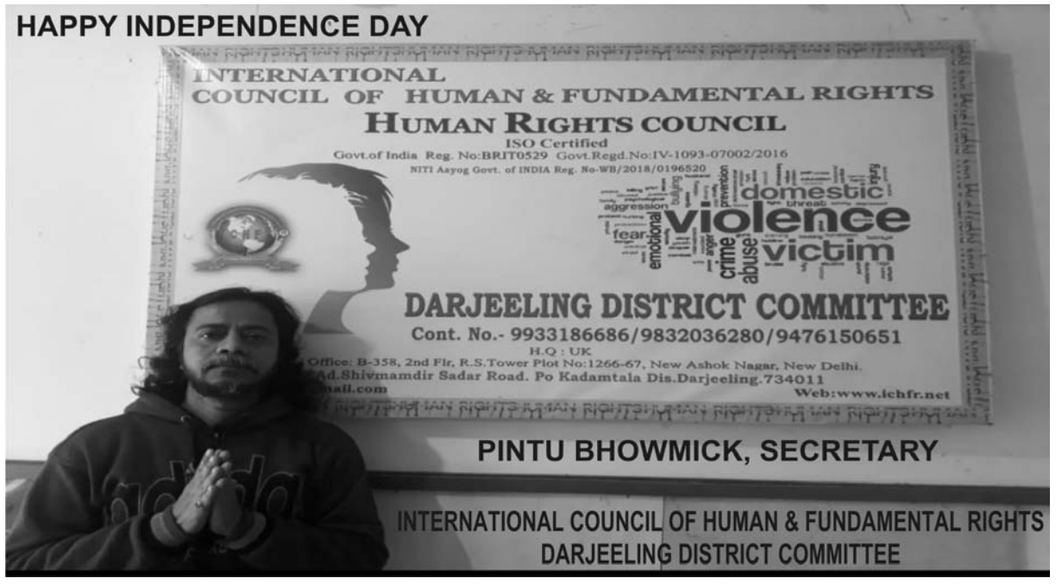








শ্রমিকরা আর সহ্য করতে পারছিলো না। ধীরে ধীরে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙতে থাকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে। শ্রমিক, ফকির, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সকলে মিলে একত্রে গর্জে ওঠে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে। ব্রিটিশ শাসন ও জমিদারের কৃষি নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। ব্রিটিশ ও জমিদার বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন অসহায় খেটেখাওয়া মানুষজন। এভাবেই অসহায় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষজন চার দশক ধরে ব্রিটিশ ও জমিদার বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যান। অসহায় শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ দমে যায়নি। উল্টে শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার আরও কয়েকগুন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শ্রমিকরাও দমে যেতে রাজি হয়নি। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে আবার মেহনতি শ্রমিকরা একত্রিত হয় সাঁওতাল শ্রমিকদের দলে সিধু কানহুর নেতৃত্বে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়, তীর ধনুক নিয়ে লড়াই চালিয়ে অনেকে শহিদ হন। এর চুয়াল্লিশ বছর পর ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে অসীম সাহসি আদিবাসী কৃষক নেতা বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে তীর ধনুক হাঁসুয়া নিয়ে বিদ্রোহ হয়। অনেক অসহায় শ্রমিক, ফকির সন্ন্যাসী সেই সময় নিজেদের জীবন বলিদান করেন। চলতে থাকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। তাতে শ্রমিক ছাড়া বুদ্ধিজীবি, লেখক, কবি, সাহিত্যিক সকলে সামিল হতে থাকেন। তরুন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তারপর বীর দেশনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর লড়াইকে আমরা বারবার স্মরন করতে পারি। দেশের জন্য তাঁর ত্যাগ অকল্পনীয়। অসহায় ভারতবাসীর দুঃখকষ্ট দেখে খুব কষ্ট পেতেন নেতাজি। নেতাজি স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন ভারতে সুশাসন ব্যবস্থা চালু করবেন। ভারতবাসী যাতে স্বস্তি পায় সেদিকে নজর দেবেন। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে নেতাজি ভারত নিয়ে অনেক কিছু চিন্তা করেছিলেন। নেতাজি বলেছিলেন, আমাকে আমার দেশে ফিরে গিয়ে সব কাজ করতে গেলে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হবে। স্বাধীন ভারতে গিয়ে আমাকে আরও একটা লড়াই লড়তে হবে। তাই হয়তো তাঁকে চক্রান্তের শিকার হতে হয়েছে! বারবার প্রণাম দেশনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে। জয় হিন্দ।

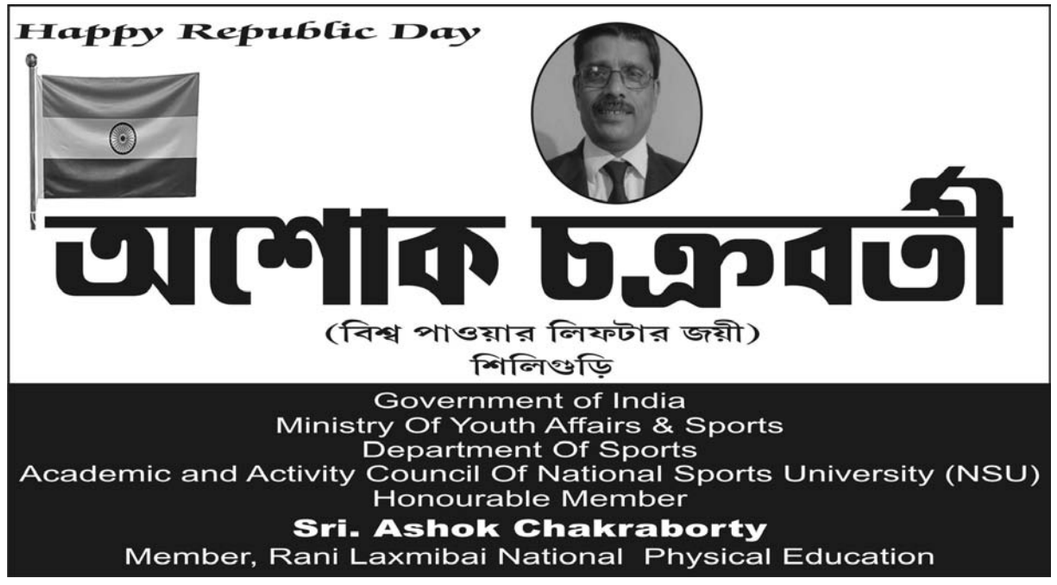

# দেশ প্রেমের ভাবনাতেই দৌড়ে চলেছেন সোমাদেবী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ জাম্প আর জাম্প। সঙ্গে একটু করে দৌড়। কখনো পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছে, কখনো পা ভেঙেছে। কিন্তু থেমে যাননি। শৈশব থেকে এই চৌষট্টি বছর বয়সেও জাম্প আর দৌড়ের নেশাতেই রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা সোমা দত্ত।

হাই জাম্প, লং জাম্প সবেতেই এসেছে তাঁর প্রচুর সাফল্য। অনেকগুলো জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরা বিমানবন্দর লাগোয়া ভুজিয়াপানিতে বাড়ি এই এথলেটের। দেশের বাইরেও তিনি গিয়েছেন বহুবার। সামাজিক কাজ করতেও ভালোবাসেন। অবসর জীবনে শরীর চর্চা যেমন ছাড়েননি তেমনই গরিব অসহায় মানুষকে সেবা করতেও থেমে থাকছেন না। আর সবটাই করছেন পেনশনের টাকায়। এথলেটিক্স এবং সামাজিক কাজের প্রতি এতটাই প্রেম ও নেশা যে কখন ৬৪ বছরে পৌঁছে গিয়েছেন বুঝতেও পারেননি। ফলে বিয়েটাই করা হয়নি। এসবের পিছনে আসলে তাঁর কথায়, দেশ প্রেম। দেশের প্রতি ভালোবাসা। সেই শৈশবে পানু দত্ত মজুমদারের হাত ধরে তিলক ময়দানে তাঁর দৌড়ঝাঁপ, এথলেটিক্স চর্চা শুরু। একসময় শিলিগুড়ি হাকমপাড়ায় থাকতেন তিনি। তার বয়স তখন পাঁচ কি ছয় হবে, তখনই তাঁর মা ফুলুরানি দত্ত তাঁকে তিলক ময়দানে প্রখ্যাত খেলোয়াড় পানু দত্ত মজুমদারের কাছে নিয়ে যান। আর প্রয়াত পানু দত্ত মজুমদারের হাত দিয়েই তাঁর হাই জাম্প, লং জাম্প আর দৌড়ের অনুশীলন শুরু। পরে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে পড়ার সময় আন্তঃস্কুল ক্রীড়া

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

গত ১২ জানুয়ারি আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে যেমন স্মরন করেছি তেমনই
মাস্টারদা সূর্যসেনের প্রয়ান দিবসেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছি।
আমরা চাই দিকে দিকে সকলের মধ্যে দেশ প্রেমের ভাবনা ছড়িয়ে পড়ুক

## মহান বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেন

জন্ম ঃ ২২শে মার্চ ১৮৯৪
মৃত্যু( ফাঁসি) ঃ ১২ই জানুয়ারি, ১৯৩৪

সদস্যবৃন্দ
শিলিগুড়ি মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ
মহাকাল পল্লী , সূর্যসেন পার্কের সন্নিকটে, শিলিগুড়ি




## *_Siliguri Alpha K-9,_*

Mahima Complex, Nehalujote, Patharghata,
Siliguri - 734010
District Darjeeling, West Bengal

Contact: 7797939790
Email: kunsangchho@gmail.com

"We were formally known as Unique Kennel but now became SILIGURI ALPHA K-9. We breed German Shepherd, and Labrador, Maltese, Miniature Pinschers, and Spitzs. Visit us from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. (Monday to Saturday).

"If you pick up a starving dog and make him prosperous he will not bite you. This is the principal difference between a dog and man." – Mark Twain

"Money can buy you a fine dog, but only love can make him wag his tail." – Kinky Friedman"

# দেশনায়ক

রুপকথা চট্টোপাধ্যায়
(লেকটাউন, শিলিগুড়ি)

আমাদের দেশের দেশমাতৃকার সেবকদের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু অন্যতম। তাঁর অবদান আমাদের ভারতের স্বাধীনতায় চিরস্মরনীয়। এই মহান মনিষীর জন্ম ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি উড়িষ্যার কটক শহরে। তাঁর বাবার নাম জানকীনাথ বসু ও মায়ের নাম প্রভাবতী দেবী। তাঁর বাবা একজন অসাধারণ আইনজীবী ছিলেন। সুভাষ কটকের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন।

তারপরে ১৯১৩ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু একদিন ক্লাসে ভারতীয়দের অপমানের প্রতিবাদে প্রফেসর ওটেনকে মারার ফলে সুভাষকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখার্জী তাঁকে স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়বার ব্যবস্থা করে দেন। সেখান থেকে তিনি বি এ পাশ করেন।

১৯১৯ সালে বাবার নির্দেশে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন আই সি এস পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষায় পাশ করা সত্বেও তিনি ইংরেজদের গোলামি করেননি। তিনি ১৯২১ সালে ফিরে এসে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং সেখানে কয়েকবছর পর মতবিরোধ হওয়ায় তিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন। তারপর তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

১৯৪১ সালে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে জার্মানিতে গিয়েছিলেন দেশ স্বাধীনের ব্যবস্থা করতে। আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনি সর্বাধিনায়ক ছিলেন। ১৯৪৩ সালে মাতৃবন্দনার জয় হিন্দ মন্ত্রে দীক্ষিত এই সমরবাহিনী তাঁর নেতৃত্বে ১৯৪৪ সালে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীন ঘোষনা করে স্বাধীনতার পতাকা তিনি ওড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশবরেন্য এই নেতা সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,'তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ করো।' এই মহান নেতাকে দেশনায়ক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৪৫ সালে জাপানে যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচার করা হয়। তবে সেটা এখন পর্যন্ত অনেকেই বিশ্বাস করেন না। আজ এই দেশমাতৃকার বরেন্য সন্তানের জন্মদিনে সারা দেশবাসী বিভিন্ন ভাবে তাঁকে সম্মান জানাবার উদ্যোগ নিয়েছেন। সারা দেশ জুড়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, প্রভাতফেরি,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় এই দিনটি পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জয়তু নেতাজি।

**আমরা শোকাহত**

বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির সভাপতি
**ডাঃ মুকুন্দ মজুমদারের**
প্রয়ানে আমরা শোকাহত।
আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি
ও শোকগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।
খবরের ঘন্টা পরিবার।



প্রতিযোগিতায় বারবার পুরস্কার জিতে স্কুলের সুনাম উচুতে মেলে ধরেছেন। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতাতেও এসেছে অনেক পুরস্কার। এরপর স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি। শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুলে ১৯৮৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ভুগোল এবং শারীরশিক্ষার শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করেন। স্কুলে শিক্ষকতার মধ্যেও চলতে থাকে তাঁর জাম্পের নেশা।২০১১-২০১২থেকে আসতে থাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি। ২০১২তে বেঙ্গালুরুতে হাইজাম্পে আসে সোনা। ২০১৩তে এশিয়ান গেমসে অংশ নেওয়ার জন্য তাইওয়ান, তাইপেতে যোগ দেন। সেই প্রতিযোগিতায় ১৭টি দেশ অংশ নিলে তিনি ষষ্ঠ স্থান দখল করেন। সেই সময় তাঁর আর্থিক সঙ্কট এতটাই তীব্র ছিলো যে সোনার হার বিক্রি করে তাইপে-তে তাঁকে যেতে হয়েছিল। এরপর ২০১৪ সালে ব্রাজিলের পর্তুগালে আন্তর্জাতিক এথলেটিক্সে পৃথিবীর অনেক দেশ অংশগ্রহন করলে সোমাদেবী তাতে যোগ দিয়ে দশম স্থান অধিকার করেন। ২০১৮তে ইতালি,২০২১ সালে জাপানে তিনি অংশ নেন হাইজাম্পে।

জাতীয় স্তরে বেঙ্গালুরু ছাড়াও তামিলনাড়ু,কর্নাটক, কেরালা, হায়দরাবাদ, গুজরাটে অংশ নেন হাইজাম্প, লংজাম্প এবং একশ মিটার দৌড়ে। তাতে সাত বারেরও বেশি সোনা জিতেছেন হাইজাম্পে। হাইজাম্পে ১.৩ মিটার থেকে ১.৪ মিটার, লং জাম্পে ১৪ মিটারের বেশি জাম্প করতে পেরেছেন তিনি। চৌষট্টিতে পৌঁছালেও থেমে থাকতে রাজি নন, আরও দৌড়,আরও পৌছালেও থেমে থাকতে রাজি নন, আরও দৌড়, আরও দৌড়ে তিনি এগিয়ে যেতে চান। ''দীর্ঘ দৌড় আর জাম্পের জীবনে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে কখন বিয়ের বয়স পেরিয়ে ৬৪তে পৌছে গিয়েছি, বুঝতেই পারিনি। ভুলেই গিয়েছে বিয়ে করতে,'' বলেন সোমাদেবী। এখন নতুন ছেলেমেয়েদের এথলেটিক্সের জগতে নিয়ে আসতে চান তিনি।

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা
**কাকলি পাল চক্রবর্তী**
মেডিকেল কলেজ লাগোয়া
শান্তিনিকেতন হাউজিং কমপ্লেক্স
থানা মাটিগাড়া

আমার ছোট্ট মেয়ে খুশি নৃত্য শিল্পী।
কোথাও সেরকম নৃত্যের অনুষ্ঠান বা
ডান্স ফেস্টিভ্যাল হলে আমার সঙ্গে
যোগাযোগ করুন –
**কাকলি পাল চক্রবর্তী**/৭০০১২৬৫৩১০

# গান্ধী বুড়ি

অনিল সাহা

(সম্পাদক, উত্তরের প্রয়াস, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি )

মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী এক মহান বিপ্লবী নেত্রী। ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তদানীন্তন মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার সামনে ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশের গুলিতে তিনি শহিদ হয়েছিলেন। তিনি গান্ধী বুড়ি নামে পরিচিত। মাতঙ্গিনী হাজরার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধুমাত্র জানা যায় যে ১৮৬৯ সালে তমলুকের অদূরে হোগলা নামে একটি ছোট্ট গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। বাবার নাম ঠাকুরদাস মাইতি, মায়ের নাম ছিল ভগবতী মাইতি। দারিদ্র্যের কারণেই বাল্যকালে প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি । মাত্র এগার বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। ত্রিলোচন হাজরা গ্রামের বাড়ি আলিগিনাল গ্রামে। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি বিধবা হয়েছিলেন। মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল নারীদের এই আন্দোলনে যোগদান। ১৯০৫ সালে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। মতাদর্শগতভাবে তিনি ছিলেন একজন গান্ধীবাদী। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। সেই সময় লবন আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরন করেছিলেন। খুব বেশি দিন তাকে আটক করে রাখতে পারেনি। কিন্তু কর মুকুবের প্রতিবাদে তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই সময় বহরমপুর জেলে ছয় মাস বন্দি ছিলেন। ১৯৩৩ সালে শ্রীরামপুরে মহকুমা কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়ে পুলিশের লাঠিচার্জের সময় তিনি আহত হন।

ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় কংগ্রেস সদস্যরা মেদিনীপুর জেলার সকল থানা ও সরকারি অফিস আদালত দখল নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহন করে। উদ্দেশ্য ছিলো ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। প্রধানত মহিলা স্বেচ্ছাসেবক সহ ৬০০০ সমর্থক তমলুক থানা দখলের উদ্দেশ্যে একটি মিছিল বের করে এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন ৭৩ বছর বয়সী মাতঙ্গিনী হাজরা। মিছিল শহরের কাছাকাছি পৌছে গেলে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে মিছিল ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই আইন অমান্য করে মাতঙ্গিনী হাজরা অগ্রসর হলে তাকে গুলি করা হয়। গুলি লাগে তাঁর কপালে ও দুই হাতে। জাতীয় পতাকাটি মুঠোর মধ্যে শক্ত করে তিনি উঁচিয়ে ধরে বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারন করতে করতে মৃত্যুবরন করেন।

ভারত ছাড় আন্দোলন ও তাম্পলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠনের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ভারতের ডাক বিভাগ মাতঙ্গিনী হাজরার ছবি দেওয়া পাঁচ টাকার নোটের পাঁচ টাকার পোস্টার স্ট্যাম্প চালু করে।

কত স্নেহময়ী জননী ও মাতাময়ী ভগিনী যে দেশ মাতৃকার চরনে নিজেদের উৎসর্গ করে গেছেন তার সঠিক ইতিহাস হয়তো কোনোদিন লেখা হবে না। তাই নজরুলের সুরে শোনা যায় -- কোন কালে একা, হয়নি কো জয়ী/পুরুষের তরবারি /শক্তি দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে /বিজয় লক্ষী নারী। /কোন রণে কত খুন দিলো নর/লেখা আছে ইতিহাসে/ কত নারী দিলো সিঁথির সিদুর,/লেখা নাই তার পাশে।

With Best Compliments From :~

CELL : 9434308147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com

SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS

C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A

SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
সুজিত ঘোষ (বাপি)
(যুগ্ম সম্পাদক)
শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০

মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন
বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন আমরা সরবরাহ করি
হায়দরপাড়া বি বি ডি সরণী
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬



পাজামার সঙ্গে হাফ হাতা শার্ট পড়ে বসে আছেন। মাদুরের ওপরে পড়ে রয়েছে দুএকটি রাইটিং প্যাড এবং দুতিনটি কলম। তিনি আমাদের দেখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট কোনো ভাবের পরিস্ফূটনা ছিলো না। তাকিয়ে রইলেন, ভাবলেশহীন মুখ, বড় বড় চোখ , ঝাঁকড়া চুল। তিনি অবিস্মরনীয় চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁকে একবার দেখলে ভোলা যেতো না। তিনি কলকাতার রাস্তায় যখন গেরুয়া লম্বা পাঞ্জাবি পড়ে হেটে যেতেন তখন পথচারীরা তাঁকে তাকিয়ে দেখতেন।

আমার নব্বই বছর পূর্ণ হয়েছে ১৯শে ডিসেম্বর। আমি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তিনচার মাস আগেই লেখা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু পড়াটা বজায় রয়েছে। আমি প্রধানত গবেষনামূলক বই পড়ি। শারীরিক দূর্বলতা রয়েছে। ভালো করে খেতে পারি না। সামান্য খাই। ঘুম একেবারে কমে গিয়েছে।

আমার ইচ্ছা আর কিছুই নয়। শান্তির সঙ্গে জীবন অবসান। যারা বয়ঃকনিষ্ঠ রয়েছেন তারা দীর্ঘসময় ধরে বাংলা ভাষার সেবা করে যান এটাই থাকলো প্রার্থনা।

দেশ কাকে বলে এটা আমাদের জীবনযাপনের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে। দেশ বলতে যা বোঝায় , রবীন্দ্রনাথ -গান্ধীজি, নেতাজি, স্বামীজি দেশ বলতে যা বোঝাতেন সেটা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় ছিলো। গ্রামের সবশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে দিনরাত ওঠাবসা ছিল আমার। আর সব সুখদুঃখ ভাগ করে নেওয়া হোত। হিন্দু মুসলিম সব মিলেমিশে থাকতো গ্রামে। পরে কলকাতায় এসে কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। আন্তর্জাতিক স্তরে সাহিত্য ও সংস্কৃতির রেড শেল্টারে আমি আশ্রয় নিয়েছি। পীঠস্থান কলকাতা। দেশ বলতে আমরা বুঝতাম গাছপালা, মাটি, চাষবাস, পশুপাখি, বাগান কুকুর, মানুষজন। যারা এদেশে জন্মেছেন তারাই আমার দেশের মানুষ। দাঙ্গা হলেও আমাদের গ্রামে তার প্রভাব পড়েনি। কোনো নেতা ছিলো না। পরে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে পরিচয় হলো।

নিবেদিতা ও স্বামীজির ওপর বইও লিখেছি আমি। নিবেদিতার ওপর যেটা লিখেছি সেটা অনন্য। নিবেদিতা শুধু স্বামীজির শিষ্যা ছিলেন না। স্বামীজির গুরু ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। আর শ্রীরামকৃষ্ণের সার্থকতম শিষ্য হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যিনি সমগ্র বিশ্বে নতুন চেতনার সঞ্চার করেছেন। মানবতা কাকে বলে তা তিনি শিখিয়েছেন। ভালবাসা কাকে বলে তা স্বামীজি শিখিয়েছেন। ভালবাসা মানে মন্দিরে যাওয়া নয়। ঠাকুর দেবতার পুজো করা নয়। যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত কবিতায়ও বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মের অনুভূতি সমস্ত বস্তুর মধ্যে, আকাশবাতাসে উপলব্ধি করেছেন। স্বামীজির শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো তিনি কলেন কর্মযোগী। আজ আমরা দেশপ্রেম নিয়ে কথা বলছি। দেশ প্রেমতো আনুষ্ঠানিক কিছু নয়। আমার যদি মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ না থাকে, সেবা ও ভালবাসার মনোভাব না থাকে তবে কি করে হবে? আমি শিক্ষক, আমার মধ্যে সেবার মনোভাব কেন থাকবে না?

গান্ধীজির পথ ছিলো অহিংসার, অসহযোগ আন্দোলন। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন আমি নিজে চোখে দেখেছি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ নিজে চোখে দেখেছি। বোম্বিং দেখেছি কলকাতায়। এয়ার রেড শেল্টারে আমি আশ্রয় নিয়েছি।

# দেশপ্রেমের মাস

অনিন্দিতা চ্যাটার্জী

(সঙ্গীত শিল্পী ও সমাজসেবী)

জানুয়ারি মাস দেশপ্রেমের মাস। এই জানুয়ারি মাসের বিশেষ কিছু দিন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পয়লা জানুয়ারি কল্প তরু দিবস। ১২জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। সেদিনটি যুব দিবস। ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্মদিন। এভাবেই রয়েছে সেনা দিবস। ৩০ জানুয়ারি শহিদ দিবস। ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস। আমরা ভারতীয়। এই দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে অনেক দেশপ্রেমিক জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি ছোট থেকেই দেশ সেবার ব্রত নিয়ে বিভিন্ন কাজ শুরু করি। ইসলামপুরে বাড়ি আমার।স্কুলে আমি ফার্স্ট গার্ল ছিলাম। ফার্স্ট গার্ল মানে শুধু পড়াশোনাতে ফার্স্ট হওয়া নয়, কোনো বন্ধুসহপাঠী হয়তো টিফিন আনতে পারেনি। আমি টিফিন নিয়ে গিয়েছি। তখন সেই সহপাঠীকে টিফিন দিয়ে পাশে দাঁড়াতাম। মনের দিক থেকেই প্রথম হওয়ার চেষ্টা করেছি। কিছুদিন আগে আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছি।মাবাবা চলে যাওয়ার পরও অনেক উপলব্ধি এসেছে। মায়ের মৃত্যুও দেখেছি। একটা কথা বলতে পারি, আমার সঙ্গে কিছু যাবে না। দেশের জন্য এখন যা কিছু করতে পারবো তা শুধু বাবমাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি। সেটাকে মাথায়রেখেই বিগত দুবছর ধরে যেসব কাজ করছি সব ভালোবাসা থেকে। ঈশ্বর যেন আমাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের সেবায়ে নিয়োজিতরাখেন। যেকদিন থাকবো পৃথিবীতে গরিব দুঃখীদের পাশে থাকবো। ক্ষুদিরাম বসু, বিনয় বাদল দেশ বা অন্য মনিষী যেভাবে দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন আমরা কেন এতটুকুও পারবো না? স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে আমাদের বারবার স্মরন করতে হবে। রাস্তাঘাটে কোনো অভুক্ত শিশুকে দেখলে আমাদের তাদেরকে পেট পুরে খাইয়ে দিতে হবে। কেউ পড়াশোনা করতে না পারলে তার পাশে থাকতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষের সেবা করাকে বলে দেশপ্রেম।

# দেশপ্রেমতো আনুষ্ঠানিক কিছু নয়

ডঃ গৌরমোহন রায়
(সুকান্ত নগর শিলিগুড়ি)

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে আমার জন্ম বারাসতের কাছে বামনগাছি গ্রামে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আমি। কিছু দানের জমি ছিল আমাদের। পাঁচ বিঘের মতো, আর বাস্তুভিটে ছিল চার বিঘা, বাগান, পুকুর-- কোনোমতে চলে যেতো । আর আমার পড়াশোনা হয়েছিল একটি মুসলিম প্রধান স্কুলে। কাজিপাড়া হজরত একদিলশাও হাইস্কুলে যেখানে আমরা হিন্দু সংখ্যালঘু হলেও খুব সমাদর করতেন মুসলিমরা। তাদের সঙ্গে আমাদের এত সদ্ভাব ছিলো যে আজকের দিনে তা একটা আদর্শের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবার নাম সতীশ চন্দ্র রায়। প্রধানত জমিজমার ওপরই আমরা নির্ভর করেছি। আমরা দুই ভাই, এক বোন। দাদা কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্টেলিজেন্সে ছিলেন, বোনেরতো বিয়ে হয়ে যায়। ভগ্নি পতি এয়ারপোর্টে পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে ছিলেন। পড়াশোনাটা প্রথমে পথের পাঁচালির প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের যেমন পাঠশালা ওইরকমই একটি পাঠশালা ছিলো ছিল গ্রামে। ওই গ্রামে ফনিভূষন চট্টোপাধ্যায় নামে এক শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করি। এক শিক্ষক স্কুল ছিলো সেটি। তারপরে ওখান থেকে কাজিপাড়া হাইস্কুলে চলে যাই। সেখানে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করি ১৯৪৯ সালে। তখন ছিল সবই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। ম্যাট্রিকুলেশন থেকে এম এ পর্যন্ত। আমাদের ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া। তারপর নানান বোর্ডের আবির্ভাব। কলেজের পড়াশোনা হয়েছে সিটি কলেজ, কলকাতা, তারপর মহারাজা মনিন্দ্র চন্দ্র কলেজ, ভূপেন বসু এভিনিউ। পরে স্নাতকোত্তর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আমি বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করেছি। অনার্স এম এ। পি এইচ ডিটা কর্মজীবনেই করতে হয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আমি তারাশঙ্কর গবেষক।তারাশঙ্করকে নিয়ে গবেষনা করেছি দীর্ঘ পাঁচ বছর। দীর্ঘ শীতের ছুটি এবং পুজোর ছুটিতে আমি তাঁর টালাপার্কের বাড়িতে গিয়ে নানারকমের অজস্র কয়েকশত নথিপত্রের সাহায্যে আমি আমার গবেষণার কাজ চালিয়ে যাই। এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেন সজনীকান্ত দাসের পুত্র রঞ্জন কুমার দাস এবং বিখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। কর্মজীবন আমার কেটেছে ১৯৫৯ সালে আমি দার্জিলিং চলে আসি। একটানা ৩৬ বছর দুটো কলেজে অধ্যাপনা করেছি দার্জিলিংয়ে। একটি লরেটো কলেজ , আরেকটি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। আমার অবসর হয় ১৯৬৪ এর ৩১ অক্টোবর। তারপর থেকে আমি শিলিগুড়ি সুকান্ত নগরে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছি। এবং লেখার কাজ চলছে।

আমার লেখার সময়সীমা ৫৫ বছর। ১৯৬৫ থেকে সময়টা ধরতে হবে। এখন পর্যন্ত বই প্রকাশিত হয়েছে ১৪টি। বি এড এর ভুগোল এবং বাংলা পাঠ্যবই রয়েছে , কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী লেখা। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে তারাশঙ্কর গবেষনা বিষয়ক বই আছে দুখানি, তারাশঙ্কর জীবনী এবং তারাশঙ্কর সাহিত্যের সম্পূর্ন সমীক্ষা। সবরকমের আলোচনা রয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, শিশু সাহিত্য, কবিতার সবকিছুরই আলোচনা রয়েছে সেখানে। এছাড়া অসংখ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ আমি রচনা করেছি যেগুলো বাকি প্রায় দশখানা বইতে ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন অমিয়ভূষনের রাজনগর, উত্তরবঙ্গ ইত্যাদি প্রবন্ধ , সৈয়দ মুস্তাফা আলি ও অন্যলেখা। তারপর প্রকাশিত হয় নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। এরপরে প্রকাশিত হয় প্রবন্ধ নৈবেদ্য। তারপরে শেষের দিকে প্রকাশিত হয় দুটি বই। একটি আমার কাব্যগ্রন্থ। সেটি হলো বিষন্ন বাতাসে একাকী। পরের দিকে তিন বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে মনিষী ম্যাক্সমুলার ইত্যাদি প্রবন্ধ। প্রত্যেকটি বইয়ের দুটি তিনটি করে এডিশন হয়েছে। তিনটি এডিশন চলছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষন পদ্ধতি-- এটা বি এডে টেক্সট বই, চারশ পৃষ্ঠার বড় বই।

উল্লেখযোগ্য স্মরনীয় ঘটনা অনেক রয়েছে। তারমধ্যে একটি উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, কাজী নজরুলের সঙ্গে আমার দেখা হয় ১৯৪৬ এর নভেম্বরে। তিনি ১৯৪৩ থেকে প্রথমে অল্প ,পরে বেশি পরিমানে মস্তিস্কের সুস্থতা হারিয়ে ফেলেন। এটা সবাই জানেন।পরের দিকে তাকে অস্ট্রিয়া নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। কিন্তু ভালো ফল পাওয়া যায়নি। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত তিনি ঢাকাতে থাকেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে কলকাতা থেকে নিয়ে যায় এবং সমাদরে রাখে। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এখানে আমি বলি স্মরনীয় এই জন্য যে আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি। এটা আমার পরম পুণ্যের ব্যাপার বলে আমি মনে করি। ভারত বিখ্যাত কবি তিনি। রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর নাম করা হয়। তাঁর মূল্যায়ন এখনও চলছে। শুধু ঢাকা থেকেই প্রায় পনেরটি বই প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা থেকে সাত আটটি বই প্রকাশিত হয়েছে নজরুল বিষয়ক। তিনি বহু আলোচিত ও সমাদৃত কবি। তিনি ১৯৪৬ সালে কলকাতায় শ্যামবাজারে এ ভি স্কুলের কাছে একটি দোতলা বাড়িতে দোতলায় থাকতেন। আমি এবং আমার এক আত্মীয় ওখানে যাই এবং সেখানে আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করি। আধঘন্টা সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। ওকে যাটাঙ্গে প্রনিপাত করি, দেখলাম। একটি মাদুরের ওপরে বসে রয়েছেন, পড়নে পরিস্কার পাজামা। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর।



# দেশপ্রেমের ভাবনা থেকে সামাজিক কাজ

বাবলু তালুকদার
(সমাজসেবী,ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটি)

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ব্যবসা ছাড়া মানুষের জন্য কিছু করতে আমার ভালো লাগে। ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে আমি সামাজিক ও মানবিক কাজগুলো করি। আমাদের এই সংগঠন গত জুন মাসে দশ বছর পূর্ণ করেছে। সাধারণত আমি কাপড়ের ব্যবসা করি। কাপড়ের শো রুম রয়েছে আমার। মানুষের নানারকম হবি থাকে। একসময় আমি সঙ্গীত জগতের সঙ্গে ছিলাম। পরে নানান চাপে আর গান বাজনা ধরে রাখা যায়নি। এরপর ব্যবসাবাণিজ্যের কাজ করতে করতেই আমি উপলব্ধি করি, সমাজসেবামূলক কাজ করা যায়। তখন বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে তৈরি করলাম ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটি। বহু মানুষকে দেখা যায়, টাকার অভাবে ডাক্তার দেখান না। অনেকে ওষুধ কিনতে পারে না। কোথাও আবার মানুষের শীতবস্ত্র নেই। তাই সেইসব কাজ করবার জন্য আমাদের সংগঠন আরও ভালোভাবে কাজে নামে।

শুধু ব্যবসা করাটাই সামাজিক পরিচিতি নয়, সমাজের জন্য যদি কিছু করতে হয় তখন দেখলাম মানুষের পাশে থাকা দরকার। প্রথমে হিউম্যানকেয়ার সোসাইটি নাম দিয়ে কাজ শুরু করছিলাম। কিন্তু সেই নামে কোনো রেজিস্ট্রেশন হচ্ছিল না। কেননা মাদার টেরেসার সংস্থা রয়েছে সেই নামে।তখন এরসঙ্গে ডুয়ার্স নামটি যুক্ত করে শুরু হয় ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটি। প্রতি মাসেই আমরা দুটি করে অনুষ্ঠান করি। স্বাস্থ্য শিবির থেকে শীত বস্ত্র বিতরন, খাদ্য বিতরন। কখনও রক্তদান শিবির করি। প্রতিবছর জানুয়ারি মাস চারটে অনুষ্ঠান করতেই হয়। বছর শুরুতেই রয়েছে কল্প তরু উৎসব। সেটা আমরা পালন করি। কিছু মানুষকে বস্ত্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে সেবামূলক কাজ করি। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। সেই দিন যুব দিবসও। সেই যুব দিবস স্মরনে কোচিংসেন্টারগুলোতে ট্র্যাক সুট আমরা বিতরন করি। এছাড়া কাওয়াখালির বিবেকানন্দ কমিটির সঙ্গে যৌথভাবে চক্ষু পরীক্ষা শিবির, কম্বল বিতরন কর্মসূচি হয়। একইভাবে নেতাজি স্মরনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। নেতাজির আদর্শ ও বানীও আমরা বিভিন্ন মানুষের সামনে মেলে ধরি। ২৬ জানুয়ারি আমরা সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখা করি।

দেশ প্রেম বলতে বুঝি, দরিদ্র মানুষের সঙ্গে থাকা। অনেক মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে রয়েছেন। আমি একজন সৈনিক বা যোদ্ধা হলাম মানে কিন্তু দেশ প্রেম নয়।আসলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জাগরন দরকার ধর্মনিরপেক্ষভাবে। সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে চলাটাই দেশপ্রেম। যারা পিছিয়ে পড়া তাদের পাশে দাঁড়ানোটাই দেশপ্রেম বলে মনে করি।

# স্বামীজির ভাবে কাজ নবকুমারের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছেন শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী সংহতি মোড় নিবাসী নবকুমার বসাক। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীতে কাজ করেন নবকুমার। দেশের প্রতি টান রয়েছে বলেই নবকুমার পরিবার ছেড়ে সীমান্তে পড়ে থাকেন। সুরক্ষার কাজে তিনি ফুটবল খেলতে ভালো বাসেন। অন্যদেরও ফুটবল খেলায় উৎসাহিত করেন। ফুটবল খেলার জন্যই তিনি বি. এস. এফ-এ চাকরি পেয়েছেন। এর বাইরে গরীব মানুষদের সেবা করার জন্য নবকুমার খুলেছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সেই সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজ করতে হলে যোগাযোগ করুন ঃ ৭৯০৮৮৪৬৫৮১ নম্বরে।

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

খেলাধূলা এবং সুস্থ শিক্ষার মাধ্যমে
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক দেশপ্রেম

সোমা দত্ত

ভুজিয়াপানি, বাগডোগরা
শিলিগুড়ি।

# স্বামীজি চেয়েছিলেন পরার্থে জীবন, আজও সেই ভাবনা খুব জরুরি

স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ
(সহকারি সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি )

শ্রীরামকৃষ্ণ যুবকবৃন্দকে একত্রিত করেছিলেন। তখন যুবকবৃন্দের বয়স একুশ বাইশ বছর। ঠাকুরের ভাষায়, ছোকরা। এই ছোকরাগুলোকে একত্রিত করেছিলেন ঠাকুর। কেন করেছিলেন? ঠাকুর বলতেন, এদের মধ্যে কামিনী কাঞ্চন ঢোকে নি। এরা সংসারে আবদ্ধ হবে না। এরা সংসারে মুক্ত হয়ে বেড়াবে। অর্থাৎ এই যে সংসার বন্ধন , যে বন্ধনে জীবাত্মার সত্তা সংসারে ধীরে ধীরে সংকীর্ণ বৃত্তিতে চলে আসে। ইচ্ছে থাকলেও তখন উপায় থাকে না। সবকিছুর সঙ্গে তখন জড়িয়ে যেতে পারে না। বন্ধনের মধ্যে পড়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ এই জীবগুলোকে দেখেছিলেন। বলেছিলেন , 'এদের সত্তা উদার সত্তা। এরা সমাজে মানুষের পাশে থাকবে। 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই জীবগুলোকে একত্রিত করে গড়ে তুলেছিলেন। স্বামীজিকে তিনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নরেন সবার ভার নিতে পারে, ও একটা সংঘ চালাতে পারে। তার কাছে বিশাল এক দায়িত্ব, সবাইকে এককাট্টা করে থাকিস , বলেছিলেন।

আমরা যখন দেখবো কাশীপুর উদ্যান বাটিতে ঠাকুরের শরীর যাওয়ার কয়েকদিন আগে, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে একটি ঘরের মধ্যে রেখে সব দায়িত্ব দিয়ে দেন। সম্পূর্নটি তিনি তখন তার ওপর দিয়ে দেন। সেই ঘরের মধ্যে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে দিয়েছিলেন। যে দানটি ঠাকুর সেদিন স্বামীজিকে দিয়েছিলেন, তারপর বাইরে এসে বলেছিলেন, ' আজ আমি তোকে সব দিয়ে ফকির হলুম। ' শ্রীরামকৃষ্ণের যত তপস্যা -সাধনা সব কিছু দিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথকে। যাকে পরে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ বলে জানি। নরেন্দ্রনাথকে তিনি যখন সবটি দিয়ে দেন সেইসময়ই ঠাকুর জানতেন

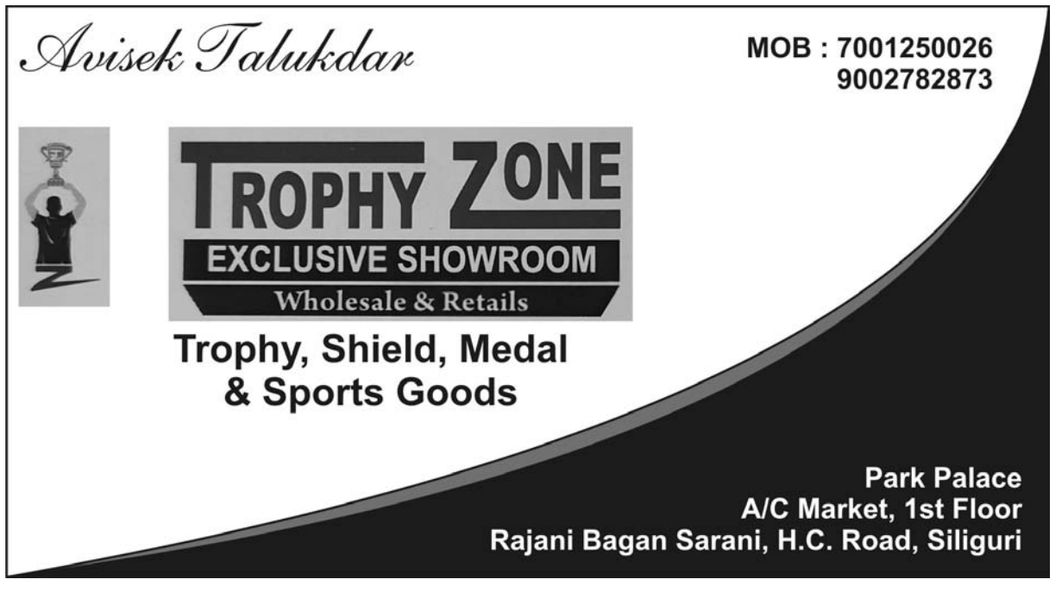




নিবেদনের পাশাপাশি তাদের পরিবারের প্রতিও সমবেদনা ও শ্রদ্ধা জানাই।

১২ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে ২৩শে জানুয়ারি। বাগডোগরা থেকে শিলিগুড়ি দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাব পর্যন্ত সেই দৌড় প্রতিযোগিতা হবে। বি এস এফ থেকেও এরজন্য সহযোগিতা করা হচ্ছে। কলকাতা থেকেও অনেক স্বেচ্ছাসেবীরা তাতে যোগ দিতে আসেন। সেদিন বি এস এফের একটি দেশাত্ম ত্ববোধক ব্র্যান্ডও আসবে। ২৩শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্মদিন। আজাদ হিন্দ ফৌজ তিনি তৈরি করেছিলেন। তাই নেতাজির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।

১২জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ছিলো। বিদ্যাছায়া স্কুল চলছে আমাদের। দুঃস্থদের জন্য। সেখানে অনুষ্ঠান হয়েছে স্বামীজি স্মরনে। ২৬ জানুয়ারি আমরা দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবো। আমরা আরও একটি প্রকল্প নিয়ে আসছি। তা হলো বৃদ্ধবৃদ্ধাদের জন্য কিছু করা। তাদের যদি আশ্রয়ের কোনো ব্যবস্থা করা যায় তার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। নিজেদের একটি বৃদ্ধাবাস তৈরির কাজ শুরু হবে।

আমাদের এখন ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবী সদস্য রয়েছেন। সক্রিয় সদস্য রয়েছেন পনের থেকে কুড়ি জন। ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমে যুক্ত

হতে হলে টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করতে হবে। আমাদের ফর্ম রয়েছে। সেই ফর্ম পূরন করে দিতে হবে। একটা চাঁদাও রয়েছে। তার পাশাপাশি আধার কার্ড আনতে হবে। ছবি আনতে হবে। কিছু নিয়ম রয়েছে। নিয়ম মেনে চলতে হবে সকলকে। কোনো সদস্য বিপদে পড়লেও আমরা পাশে আছি।

এখন আমাদের কাছে তিনশ কম্বল রয়েছে। প্রচুর মানুষ আমাদের কম্বল দিচ্ছেন। প্রত্যন্ত এলাকাতে গিয়ে আমরা সেই সব কম্বল বিতরন করছি।

যেটা বেশি করে বলতে চাই, সবার মনে সামাজিক সেবার মানসিকতা তৈরি হোক। পরনিন্দা পরচর্চা বেশি না করে সবাই মানুষের জন্য কাজ করুক। আমরা চাই নতুন প্রজন্ম ভালো কাজে যুক্ত হোক। নেশা বা আড্ডা পরিত্যাগ করে সবাই ভালো কাজে এগিয়ে আসুন। অন্যের সেবা করলে মন ভালো থাকে। সবাই ইউনিক ফাউন্ডেশনে আসুন। এক ঘন্টা করে সময় দিন। দেখুন ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম কি কাজ করছে। যারা নেশা করে তাদের অনেককেই আমরা মূল স্রোতে নিয়ে আসছি।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে ২৬ জানুয়ারি আমাদের ট্যাবলো কর্মসূচি রয়েছে। সকলকে আমরা আবারও শুভেচ্ছা জানাই।

# দেশ ও সমাজের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের

শক্তি পাল
(কর্ণধার, ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম)

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে রয়েছি। তার বাইরে আমার নেশা মানুষের জন্য কিছু করা। সমাজ সেবা করতে আমার ভালো লাগে।

ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম তৈরি হয়েছে ২০১৮ সালে। অসহায় গরিব মানুষ বা যারা পিছিয়ে পড়া তাদের জন্যই ইউনিক তৈরি করা। আমাদের বিনামূল্যে এম্বুলেন্স চলে, জনতার কিচেন চলে সরকারি হাসপাতালে। অনেক ছেলেমেয়ে চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছে বা অন্য রাজ্যে চলে গিয়েছে। ফলে বাবামা একা থাকেন শহরে। তাদের জন্য তৈরি ইউনিক ফাউন্ডেশন। তাছাড়া বহু মানুষের জন্য আমরা রক্ত সংগ্রহ করে দিই। আমাদের এম্বুলেন্সও রয়েছে। পুরনো

বস্ত্র আমরা সংগ্রহ করি। কারও বাড়িতে অনুষ্ঠানে খাবার বেঁচে গেলে আমরা সেই সব খাদ্য সংগ্রহ করি তারপর পিছিয়ে পড়া এলাকাতে খাবার বিলি করি। ক্যান্সার রোগীদের জন্য আমরা চুল সংগ্রহ করে দিই। ক্যান্সার রোগীদের জন্য চুল যায়। রাতবিরেতে কোনো বাড়িতে বয়স্ক মানুষ অসুস্থ হলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। আমরা সেই বয়স্ক মানুষকে হাসপাতালে পৌঁছে দিই। ৯০৬৪১১১৯৪৩ এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সঙ্গে। তাছাড়া আমাদের ফেসবুক আই ডি রয়েছে, তাছাড়া ডব্লু ডব্লু ডব্লু ডট ইউনিক ফাউন্ডেশন ডট কম ওয়েবসাইট রয়েছে। যোগাযোগ করতে পারেন , সবসময় নম্বর খোলা আছে। মানুষের সঙ্গে আমরা আছি সবসময়।

সমাজসেবাতেও দেখি আজকাল প্রতিযোগিতা চলছে। পরনিন্দা পরচর্চা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোতেও এসে পড়েছে। এ বিষয়ে আমার একটি বক্তব্য হল, সবাই সমাজসেবামূলক কাজ করুক। মানুষের পাশে থাকুক সবাই। যত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরি হবে তত ভালো। কিন্তু ওই সংগঠন কি করেছে , কি করে নি তা নিয়ে নিন্দা চর্চা না করে কাজ করুক সবাই।

প্রতিবছর আমরা এই জানুয়ারি মাসে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই। একটি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। তার সঙ্গে যারা সেনাবাহিনীতে গিয়ে কাজ করেছেন কিন্তু শহিদ হয়েছেন তাদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। শহিদদের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা



ভবিষ্যতে একে দিয়ে জগতের মঙ্গল হবে। যখন ঠাকুরের শরীর চলে যায়, ঠাকুরের সব সন্তান এদিক ওদিক ঘুরছেন। স্বামীজিকেও আমরা দেখি তিনি এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরছেন পদব্রজে। ঘুরতে ঘুরতে তিনি সমাজের দুঃখ দারিদ্র্য দেখছেন। অবহেলিত মানুষগুলোকে দেখছেন যারা খেতে পারছে না,পড়তে পারছে না। সমাজে যারা প্রতিষ্ঠিত নেই, যারা পরের ওপর নির্ভর হয়ে রয়েছেন। তখন আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়নি। তখন আমাদের নির্ভরতা ছিলো পরের ওপর মানে ইংরেজদের ওপর। এই পরিস্থিতিতে স্বামীজি যখন পদব্রজে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে ঘুরে ঘুরে দেখছেন, তাঁর মনে তখন দুঃখ দারিদ্র কষ্ট অনুভূতির জন্ম নিচ্ছে। তার মনে ভাবনা আসে ভালোবাসা। তিনি ভাবতে থাকেন, কে দেখবে এই মানুষগুলোকে? কে ভালোবাসবে এই মানুষগুলোকে?

যখন আমরা দেখি, শিকাগো মহাসভায় গেলেন স্বামীজি এবং সেখানে সিস্টর্স ব্রাদার্স বলার পর তাঁকে সবাই আদর আপ্যায়ন করছেন । রাতে তাঁর ঘুম হয়নি। কেন ঘুম হয়নি? তাঁর মনে পড়ে ভারতবর্ষের মানুষগুলোর কথা। তিনি ভাবতে থাকেন, এখানে কি বিলাসব্যসন বা বৈভব অথচ আমার দেশের মানুষগুলো খেতে পায় না।আমার দেশের মানুষগুলো কষ্টে আছে। এসব ভাবতে ভাবতে রাতে স্বামীজি ঘুমোননি, তিনি কাঁদতে থাকেন। এই যে স্বামীজির উদার বৃত্তি, ভাবা যায়? পরবর্তীকালে স্বামীজি তাঁর সন্ন্যাসী ভাইদের বলছেন, ‘ জানিস ভাই আজ আমার মন বিশাল হয়ে গিয়েছে। কেন? কারণ আমি পরের জন্য ভাবতে শিখেছি। তোরাও ওই পথে আয়। পরের জন্য কর। ফেলে দে তোদের জপধ্যান। জপধ্যান করে কি হবে? পরের জন্য কর। মানুষগুলোর জন্য কর। মানুষগুলোকে দেখিয়ে দে,কিভাবে নিজের জীবনযাত্রা করতে হয়। কিভাবে নিজের বৃত্তিকে উদার করতে হয়। ’

আমরা গোটা জীবন নিজের স্বার্থের কথা ভাবি। বর্তমান সময়ও ভোগবিলাসে ডুবে যাচ্ছে। ভোগবিলাস আমাদের সুখ দেয় ক্ষনিকের জন্য। চিরজীবনের কিন্তু সুখ দিতে পারে না ভোগবিলাস। এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের। স্বামীজির উদারবৃত্তি গ্রহন করতে হবে। মানুষকে ভালোবাসতে হবে। মানুষের পাশে থাকতে হবে। মানুষের জন্য কিছু করে দিতে হবে। কিছু একটি করে দাও যাতে কিছু একটা করে খেতে পারবে মানুষ। তোমার ওপর নির্ভরশীল হবে না। সে নিজেরটা নিজে করে নিতে হবে। এই যে ভাবনা স্বামীজি প্রত্যেক

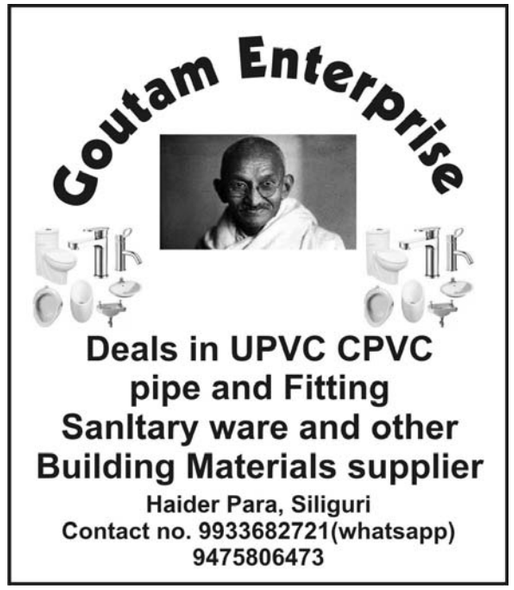

মানুষের জন্য জাগরন করতে চেয়েছিলেন। সেজন্যই তিনি বলেছিলেন, 'আমি যুবকবৃন্দ চাই। তোরা বেরিয়ে আয়। নিজের জন্য ভাবিস নে। পরার্থে জীবন দে। পরের মঙ্গল কর। পরের জন্য কাজ কর। পরের জন্য করে যা। করতে করতে নিজের শরীরটা নষ্ট করে দে। দুঃখ পাস নে, যন্ত্রনা পাস নে। আনন্দে দিনটি কাটা। পরের জন্য কাজ কর দেখবি সুখ অনুভূতি হবে। নিজের জন্যতো কত কত জীবন করেই গেছিস।' এই যে ভাবনা বর্তমান প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে। বর্তমান প্রজন্ম স্বামীজিকে অনুসরন করে পরের জন্য পাশে থাকুক। গরিব মানুষের পাশে থাকুক। ভালোবাসা, উদারবৃত্তি সকলের মনে তৈরি হোক।

আমরা পরবর্তীতে দেখি ২৩শে জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন। তাঁর আদর্শও কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ। আমরা নেতাজি থেকে ক্ষুদিরাম প্রত্যেককে দেখেছি ,পরার্থে জীবন দিয়েছেন। নিজের জন্য তাঁরা এক ফোঁটাও ভাবেননি। তারা দেশের মানুষের কথা সবসময় ভেবে গিয়েছেন। দেশের জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই বলবো যদি জীবন গড়তে চাও স্বামীজিকে তোমরা অনুসরন করো।

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

Mobile : 9434151873

**Pradip Ghosh (Manta)**

**প্রদীপ ঘোষ (মন্টা)**

কার্যকরী কমিটির কোষাধ্যক্ষ

শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি



সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮

**গোপাল প্রামানিক**

কার্যকরী কমিটির সভাপতি

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

# দেশপ্রেমিকদের জানাই শ্রদ্ধা


পিন্টু ভৌমিক

(সম্পাদক, ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ হিউম্যান এন্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটস , দার্জিলিং জেলা, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি )


পুরো জানুয়ারি মাস দেশপ্রেমের মাস। পয়লা জানুয়ারি কল্পতরু দিবস। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। ১৫ জানুয়ারি ভারতীয় সেনা দিবস। ২৩শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন। ২৫শে জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস। ২৬শে জানুয়ারি দেশের সাধারণতন্ত্র দিবস। ৩০শে জানুয়ারি শহিদ দিবস।

১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনটি জাতীয় যুব দিবস হিসাবে পালিত হয়। যুব সম্প্রদায়ের কাছে এই দিনটি বিশেষ প্রেরনা বা উজ্জীবিত হওয়ার দিন। স্বামীজির দেখানো পথে আমাদের যুব সম্প্রদায় এগিয়ে যেতে পারলে সমাজের প্রভূত উন্নতি সম্ভব। স্বামীজি শিখিয়েছিলেন নিজেকে কিভাবে সমাজের কাছে আপন করতে হয়, যেখান থেকে যুব সমাজের মনে তৈরি হয় প্রেম ও ভালোবাসা। তিনি দৃঢ়ভাবে বলতেন, স্ট্রেংথ ইজ লাইফ, উইকনেস ইজ ডেথ। তিনি বলতেন, আপনি যে সময় সঙ্কল্প করবেন সেই সময়ই কাজটি শেষ করুন। অন্যথায় মানুষ আপনাকে বিশ্বাস করবে না। হৃদয় ও মাথার মধ্যে সর্বদা আপনার হৃদয়ের কথা শোন। তিনি বলতেন, ওঠো, জাগো এবং যতদিন লক্ষ্য পূরন না হয় ততক্ষন থেমে যেও না। সংগ্রাম যত বড় হবে, বিজয়ও তত গৌরবময় হবে। মানুষ তোমার প্রশংসা করুক বা সমালোচনা করুক, তোমার প্রতি সদয় হোক বা না হোক কখনই ন্যায়ের পথ থেকে সরে যেও না।

২৩শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্মদিন। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক চিরস্মরনীয় কিংবদন্তী নেতা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি হলেন এক মহান চরিত্র, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ভারতবাসীদের বলেছিলেন, তোমরা আমায় রক্ত দাও , আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো। তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীকে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি কোহিমা দখল করে কোহিমাতে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। তাঁর এক আহ্বান আমরা সকলে জানি, দিল্লি চলো।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের সাহসিকতা ও দেশ প্রেমের আদর্শ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনকে অনেক সহজতর করে তুলেছিলো।

১৫ জানুয়ারি ভারতীয় সেনা দিবস। আজ যাদের অতন্দ্র পাহারায় আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছি তাদের জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

ভোট দানের মহত্ব অনেক। ভোট দানের মাধ্যমেই আমরা এক সুস্থ সবল গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচন করি। একটি দেশ গঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভোটদান। ২৫শে জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস।

২৬শে জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস। এই দিনটি ভারতবাসী মাত্রই মহাআড়ম্বরে পালন করে থাকেন। এই দিনেও বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জানাবো বীর বিপ্লবী শহিদদের যারা দেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য অনেক বিপ্লবী লড়াই করে শহিদ হয়েছেন। তাদের প্রতি রইলো প্রণাম। সকলের প্রতি রইলো সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা।

খবরের ঘন্টাকেও ধন্যবাদ। খবরের ঘন্টা জানুয়ারি মাসে দেশ প্রেম সংখ্যা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়ায় বিশেষভাবে ধন্যবাদ খবরের ঘন্টাকে।

সবশেষে বলি, আমরাও দেশ ও সমাজের কথা চিন্তা করেই কাজ করে যাচ্ছি। সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভীমভার দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের পাশে দাঁড়ানো, অসহায় ঘর থেকে বিতাড়িত বৃদ্ধাকে ঘরে পৌঁছে দেওয়া, রক্ত দান শিবিরের আয়োজন সবই আমরা নিয়মিত করে চলেছি। সম্প্রতি বোলপুরে এক অনুষ্ঠান হলে সেখানে আমাদের সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সেরার সম্মানও পেয়েছে।

দেশ প্রেমের এই মাসে সকলকে আবারও শুভেচ্ছা জানাই। চলুন আমরা সবাই মিলেমিশে সমাজের অসহায় দরিদ্র মানুষের জন্য নানান কাজে নামি।

# জানুয়ারি মাসে দেশপ্রেমের অন্যরকম উদ্দীপনা

বিশ্বজিৎ দেববর্মন

(ইন্দিরা পল্লী, শিবমন্দির, কদমতলা, শিলিগুড়ি , মোবাইল নম্বর ৬২৯৪০৩৯৬৯৮/৯৪৭৪০৩৭১২০)

খবরের ঘন্টার পাঠকবৃন্দকে ভরসার তরফ থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে জানুয়ারি মাসে উদযাপিত বিশেষ দিনগুলির গুরুত্ব তুলে ধরতে চাই।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' অর্থাৎ আমাদের জন্মভূমি বীরপুরুষদের ভোগের উপযুক্ত জায়গা। এখানে বারেবারে মহান মনিষী , বীর দেশনায়কেরা জন্মগ্রহন করে তাদের মহান কীর্তিকে রেখে গিয়েছেন এই দেশের বুকে। তাই আমাদের দেশ ভারতবর্ষ মহান, ধনের গৌরবে গৌরবান্বিত সাম্রাজবাদী দেশগুলির মধ্যেও দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে বলতে পারি --'মেরা ভারত মহান হ্যায়।'

আমরা সারা বছর ধরে কিছু না কিছু বিশেষ দিবস উদযাপন করে থাকি। বাঙালির কাছে যেমন আশ্বিন মাস উৎসবের মাস তেমনি ইংরেজি বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিও দেশ প্রেমের মাস। যুগাবতার, মহাপুরুষ, দেশনায়ক, যুব নায়ক, বীর শহিদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরন করবার দিন এই জানুয়ারি। এই সময় দেশনায়কদের আদর্শ ও বানীগুলি তরুন প্রজন্মের কাছে নতুন করে বেশি বেশি করে তুলে ধরে তাদের সচেতন করবার দিন।

পয়লা জানুয়ারিকে মানা হয় কল্প তরু দিবস হিসাবে। ১৮৮৬ সালের এই দিনটিতে যুগাবতার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর দরিদ্র, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিপথগামী সন্তানদের কাছে কল্পতরু রুপ ধারন করেন। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন ঠাকুর। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর গৃহী শিষ্যরাও তাঁর দর্শন পাচ্ছিলেন না। এই দিনে ঠাকুর একটু সুস্থ বোধ করায় তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং শিষ্যদের দর্শন দিয়ে বলেন,'তোমাদের চৈতন্য হোক'।

এই পয়লা জানুয়ারি দিনটি বিশ্ব পরিবার দিবস হিসেবেও উদযাপন করা হয়। একটি সংস্কারমুক্ত আদর্শ পরিবার যে দেশ বা সমাজের উন্নয়নের প্রধান চাবিকাঠি এই বার্তাই পরিবেশিত হয় এই দিনটির মাধ্যমে।

১২ইজানুয়ারি রামকৃষ্ণ ভাবধারার ধারক ও বাহক, লোকশিক্ষক,যুবনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিবস। এই দিনটি জাতীয় যুব দিবস হিসাবেও পালিত হয়। স্বামীজির বানী ও আদর্শকে তরুন সমাজের কাছে তুলে ধরার দিন। প্রতিটি মোড়ে মোড়ে বিবেকানন্দ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেওয়ার দিন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ' যদি তুমি ভারতকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জানো। তাঁর মধ্যে সবকিছুই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছু নেই। ' বস্তুত স্বামীজির শিকাগো যাত্রা ভারতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর থেকেই ঘটলো জাতীয় জাগরন এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভ। গান্ধীজি, শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র এবং জাতীয় নেতাদের আরও অনেকে স্বামীজির দ্বারা অনুপ্রানিত হয়েছেন। ভারতকে তাঁরা চিনেছেন, ভারতের শক্তি ও দুর্বলতাকে বুঝেছেন স্বামীজির চোখ দিয়ে। এবং ভারত গঠনের জন্য তাঁরা সংগ্রাম করেছেন,তা অনেকাংশেই স্বামীজির স্বপ্নের ভারত। একাধিক চিন্তাবিদ স্বামীজি সম্পর্কে বলেছেন, তিনিই ভারতের জাতির জনগণের পিতা। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করি ১২ জানুয়ারি যেমন স্বামীজির জন্মদিন তেমনই ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক, বীর বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের প্রয়ান দিবস। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মাস্টারদার অবদানও আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরন করতে হয়।

১৫ই জানুয়ারি ভারতীয় সেনা দিবস হিসাবে পালিত হয়। যে সকল বীর সৈনিকদের অতন্দ্র প্রহরায় ও আত্মবলিদানে আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি, দেশের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারি , এই দিনটি তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কুর্নিশ জানানোর দিন।

২৩শে জানুয়ারি দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিন। নেতাজি বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কি পরিমান ঋনী তা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিবো? তাঁহাদের পুণ্য প্রবাহে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। চরিত্র গঠনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

২৫শে জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমাদের দরিদ্র পিছিয়ে পড়া দেশে সব মানুষ তাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে এখনও সচেতন নন। এই যে তাদের মৌলিক অধিকার -- এটা বোঝানোর জন্য আমাদের দেশে জাতীয় ভোটাধিকার দিবস পালিত হয়।

২৬শে জানুয়ারি আমাদের ভারতবাসীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন । দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জনগণের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার্থে তৈরি হয় সংবিধান। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে এটি কার্যকর হয়। তাই এটি সাধারণতন্ত্র দিবস হিসাবে পালিত হয়।

৩০শে জানুয়ারি শহিদ দিবস হিসাবে পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সেই হিসাবে এই দিনটি শহিদ দিবস। যে সকল বীর বিপ্লবী বা সেনা দেশের সন্মান রক্ষা করার জন্য শহিদ হন তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানানো হয় এই দিনে।

এইভাবে সারা জানুয়ারি মাস জুড়ে বিভিন্ন তিথি ও দিবস উদযাপন করে আসলে মহান ব্যক্তিত্বদের শ্রদ্ধা জানাই আমরা। তাদের আদর্শের দ্বারা আমরা নিজেদের সচেতন করবার চেষ্টা করি। তাই এই বিশেষ মাসটি দেশ প্রেমের মাস হিসাবেও অনেকে উল্লেখ করেন। সবশেষে আমাদের সংস্থা ভরসার পক্ষে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। সবাই ভালো থাকুন , সুস্থ থাকুন।



# স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা ছিলো শিলিগুড়ির

গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য

(বিশিষ্ট লেখক, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি )

আমি স্বাধীনতা সংগ্রামী নই। তবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অল্প হলেও যে শিলিগুড়ির ভূমিকা ছিলো তা উল্লেখ করতে চাই এই লেখাতে। প্রথম কথা হলো, ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলো শিলিগুড়ি। ইংরেজ সাহেবরা সেই আন্দোলন ঠেকাতে গুলি চালিয়েছিলো। তাতে কয়েকজন শহিদ হন। সেই সব শহিদের স্মৃতিতে স্মম্ভ রয়েছে শিলিগুড়ি থানার সামনে। যদিও সেই স্থানে মাটির হাড়ি , গ্লাস বিক্রি হয় আজ। অনেকেই জানে না সেই শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ কেন রয়েছে। আরও অনেক কথা বলা যায় পরাধীন ভারতে শিলিগুড়ির স্মৃতি নিয়ে। প্রয়াত শিলিগুড়ির বিশিষ্ট সাংবাদিক নৃপেন বসু নেতাজিকে দেখেছেন টাউন স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতে। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে বাংলার অনেক দেশপ্রেমিক ও মনিষী এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, ভগিনী নিবেদিতা, মহাত্মা গান্ধী সহ আরও বহু মনিষী টাউন স্টেশনের ওপর দিয়ে পাহাড়ে গিয়েছেন। অথচ সেই টাউন স্টেশন আজ অবহেলিত। টাউন স্টেশনের আজ বিশ্রী অবস্থা দেখে মনে কষ্ট হয়। শিলিগুড়িতে ঐতিহাসিক কালিবাড়ি রয়েছেন ডি আই ফান্ড মার্কেটের কাছে। যার নাম আনন্দময়ী কালিবাড়ি। চারনকবি মুকুন্দ দাস শিলিগুড়ি এসে আনন্দময়ী কালিবাড়ির কালি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। চারন কবি এরজন্য চারন গানও করেছিলেন। সেখান থেকেও শিলিগুড়িতে কিছু দেশপ্রেমের স্ফুরন আরও বেশি করে ঘটে।

স্বাধীনতার আন্দোলন আমি দেখিনি। স্বাধীনতার সময় আমার

With Best Compliments From :

Ph. 9832028164

IMGK

JAGADISH SARKAR

জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)

কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি

জন্ম। আমার বাবামা, জ্যেঠু, কাকাদের কাছ থেকে শিলিগুড়ির অনেক কথা শুনেছি। তরাইয়ের একটা পান্ডব বর্জিত স্থান হিসাবে শিলিগুড়িকে কেউ কেউ চিহ্নিত করেন। কেউ বলেন, বনজঙ্গলে ঘেরা ম্যালেরিয়াপ্রবন একটি এলাকা। কেউ বলতেন শিলিগুড়ির উন্নতি কোনো হবে না। তখন আজকের মতো শহর ছিলো না শিলিগুড়ি। তখন শিলিগুড়িতে চলতো গরুর গাড়ি। ঢেঁকি দিয়ে ধান ভাঙা হোত। রাজবংশীদের বসবাসই বেশি ছিলো শিলিগুড়িতে। এখনতো শিলিগুড়ি মিশ্র শহরে পরিণত হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন শিলিগুড়িতে। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। একসময় তিনি শিলিগুড়িতে বিধায়কও ছিলেন। তিনি ছিলেন পন্ডিত মানুষ ,লেখক। একজন দেশপ্রেমিক মানুষ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। আমার পিতা জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য অবশ্য তাঁকে একবার ভোটে পরাজিত হন , সেটা ১৯৬২ সালের কথা বলছি। তখন আমি খুব ছোট। শিলিগুড়িতে আমরা অনেকেই উদ্বাস্তু। সবাই বাংলাদেশ থেকে এসেছি। তবে এরমধ্যেও শিলিগুড়িতে আন্দোলন হয়েছিলো। শিউমঙ্গল সিং ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি কংগ্রেস করতেন। তাঁর বাড়িতে মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন। ভালো বাংলা বলতে পারতেন শিউমঙ্গল সিং। তারপর ব্রজেন্দ্র বসু রায়চৌধুরী, রতনলাল ব্রাহ্মন, চারুবাবু, কানুবাবুকেও দেখেছি আমি।

যারা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন তাদের নাম হাতে গোনা যায় শিলিগুড়িতে। বামপন্থী ছিলেন অতীন বোস, কালুডাক্তার সহ আরও অনেকে। তারা অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। শিলিগুড়িতে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভয়ঙ্কর আন্দোলন হয়নি। তবে কিছু আন্দোলন হয়েছে।

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের একটি কথা বলতেই হয়। সেখানকার প্ল্যাটফর্মে একজন ইংরেজ সাহেবকে ঘুষি মেরেছিলেন বিপ্লবী বাঘাযতীন।


সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মোবাইল ঃ ৯৮৩২৪৭৫৬৪৮

সঞ্জীব শিকদার

জেলা বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
শিলিগুড়ি



স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ঁকবিতা পাল

আগমন ঃ ১০/৯/১৯৭৫

তিরোধান ঃ ১২/১/২০২০

১২ জানুয়ারি তোমার তৃতীয় প্রয়ান বার্ষিকীতে তোমার উদ্দেশ্যে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। তুমি আমাদের স্মৃতিতে চিরভাস্বর। তোমার আদর্শ আমাদের পাথেয়, তোমার স্নেহ মমতা ও কর্মনিষ্ঠা আমাদের প্রেরণা। তোমার আত্মার শান্তি কামনায় --

শোকসন্তপ্ত

নির্মল কুমার পাল (স্বামী), রাজ মহলানবীশ (জামাতা)
বিনীতা পাল মহলানবীশ (কন্যা), কুণাল পাল (পুত্র)।
হায়দরপাড়া মেইন রোড, শিলিগুড়ি।




# আমার দৃষ্টিতে দেশ প্রেম

আশীষ ঘোষ
(শিক্ষক, পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি )

দেশপ্রেম বলতে আমরা প্রথমেই বুঝি স্বাধীনতার আগে যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই সংগ্রাম করেছেন, প্রান বিসর্জন দিয়েছেন, জেলে গিয়েছেন তাদের স্মৃতিচারন করা। তাদের জন্মদিন পালন করা। সেই ঘটনাগুলোর প্রসঙ্গে আলোচনা করা অনুষ্ঠানে, সেটিকেই আমরা সাধারণত দেশপ্রেম বুঝি। এই ধরনের দেশপ্রেম ছাড়াও স্বাধীনতার পরেও কিন্তু অনেকে দেশপ্রেমের সঙ্গে জড়িত । স্বাধীনতার পর ভারত প্রায় তিনটি প্রধান যুদ্ধের সন্মুখীন হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দেশপ্রেমের প্রসঙ্গে এদের একটু কম স্মরন করা হয়। শুধু সামরিক বাহিনীর জওয়ান বা অফিসারই নয়, সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী অনেক মানুষই যুদ্ধে প্রান দিয়েছেন। স্বাধীনতার আগে যারা দেশপ্রেমিক ছিলেন, যাদের আমরা চিনি, তারা বাদেও আরো অনেক সাধারণ অখ্যাত ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করেছেন। তাদের নাম কিন্তু সামনে আসে না। আমাদের উচিত, দেশপ্রেম বলতে শুধু একদিন স্মরন করা নয়। যারা দেশপ্রেমিক রয়েছেন তারা বাদে আমরা সকলে দেশপ্রেমের জন্য কি করছি? সমস্ত ক্ষেত্রে দেশ যাতে এগিয়ে যেতে পারে তা নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার। আমাদের কোনো ভেদাভেদ প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশের পণ্য ব্যবহার করা দরকার। দেশের সম্পত্তি যাতে নষ্ট না হয় তা আমাদের দেখতে হবে। দেশের সম্পত্তি যাতে আমরা বিক্রি না করে দিই তাও আমাদেরই দেখতে হবে। স্বাধীনতার পরেও দেশপ্রেমের জন্য অনেক কাজ করা যায়। বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। একদিন দেশপ্রেমের দিন পালন করি আমরা, তারপর দেশপ্রেমিকদের কথা আমরা ভুলে যাই। অনেক অখ্যাত ব্যক্তি রয়েছেন যারা দেশের জন্য কাজ করেছেন তাদের কথা আমরা স্মরন করি না। সবার ইতিহাস আমরা জানি না। যদি বিশেষভাবে ইতিহাস রচনা করা হয় তবে অখ্যাত ব্যক্তিদেরও দেশের জন্য অবদান সম্পর্কে জানা যায়। ব্যক্তিগত সততা, সেটাও দেশপ্রেম। দেশের প্রতি সততা, প্রতিবেশীর প্রতি সততা, জাতির প্রতি সততা সেগুলোও দেশপ্রেম। নেতাজির জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারি, সেদিন কিন্তু জাতীয় ছুটি ঘোষিত হয়নি। নেতাজিকে আমরা একদিনই স্মরন করি। তারপর তাঁর কথা ভুলে যাই। নেতাজি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিরাট অবদান রেখেছেন। ভারতের মধ্যে প্রথম আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে বিদেশি শাসন মুক্ত করেছিলেন নেতাজি। তাই বলবো গান্ধীজির জন্য ছুটি দেওয়া হলে নেতাজির জন্য কেন ছুটি পাবে না দেশবাসী? আমাদের দেশপ্রেমের পাঠ স্কুল কলেজে ভালো করে পড়ানো উচিত। দেশপ্রেমের ওপর স্কুলে স্কুলে ক্লাসও হওয়া উচিত। নতুন প্রজন্ম অনেক কিছু জানতে পারছে না। দেশপ্রেম বলতে নিজের ভাষা, সংস্কৃতি, সঙ্গীত তার প্রতিও আমাদের দায়বদ্ধ থাকা উচিত। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এতে ভালো বার্তা যাবে।

## স্বামীজির স্বদেশ মন্ত্র পাঠ করিয়ে শৈশব থেকেই দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার পাঠ এই স্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বৃহস্পতিবার ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ছিলো। আর সেই বিশেষ দিনে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বামীজির স্বদেশ মন্ত্র পাঠ করায় শিলিগুড়ি সেভক রোডের সারদা শিশু তীর্থ। স্বামীজির স্বদেশ মন্ত্রের ওপর সেখানে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানও হয়। বৃহস্পতিবার স্বামীজিকে নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পর ২৩শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের ওপর বিভিন্ন রকম আলোচনা প্রতিযোগিত হবে ওই স্কুলে। এসবের উদ্দেশ্য একটিই তা হলো শৈশব থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশাত্মবোধক মনোভাব গড়ে তোলা। সারদা শিশু তীর্থের প্রধান আচার্য নির্ভয় কান্তি ঘোষ খবরের ঘন্টাকে ওই সব খবর জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, সারা বছর ধরেই বিভিন্ন নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশপ্রেমের ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করেন। এরমধ্যে জানুয়ারি মাসে তা আরও বেশি করে হয়। কেননা জানুয়ারি মাসের ১২তারিখ স্বামীজির জন্মদিন, ২৩শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্মদিন। ২৬শে জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ, মানবিক ও সামাজিক সেবার মানসিকতা তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি বলে প্রধান আচার্য জানান। ওই স্কুলে বিভিন্ন মনিষীর ওপর নিয়মিত আলোচনা হয় আর এতে স্কুলের পরিবেশও হয়ে ওঠে অন্যরকম স্কুলে যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতাতেও ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন মনিষীর মতো করে নিজেদের সাজিয়ে তুলতে হয়।